অসম্ভব ডেলিভারি · ২

মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না

Lui Eriksson

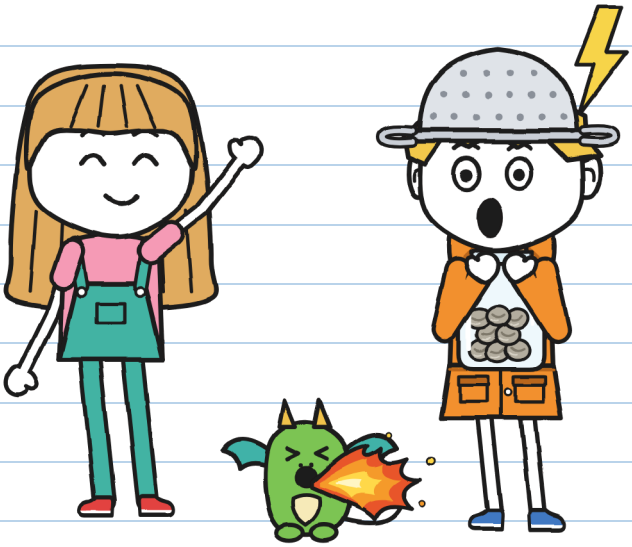

(গুনির খাতা)

সাইজ L
উন্নত স্তর · ১১+

অসম্ভব ডেলিভারি · ২
মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না

লেখা ও ছবি: Lui Eriksson

সাইজ L · উন্নত স্তর · ১১+

বাংলা সংস্করণ: LinguAula

প্রথম সংস্করণ: ২০২৬

© ২০২৬ Lui Eriksson · info@linguaula.com

ক্লাসের জন্য আর বাড়ির জন্য নির্দ্বিধায় ফটোকপি করা যাবে।

সিরিজের দ্বিতীয় বই। প্রথমটা: "এই পার্সেলটা কামড়ায়"।

LinguAula

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো

এই বই লেখার সময় একটা মেঘের ডাকও চোট পায়নি। -হু.



আর কারও নয়। -হু.

যদি এটা তোমার হাতে পড়ে, মেঘ ডাকার আগে খুলো না।

শুধু গল্পে

এই সিলমোহর বোঝায়, যা শুধু গল্পে ঘটে: তুমি এটা কোরো না। কয়েক পাতা জুড়ে থাকলে লেখা থাকে "এখান থেকে" আর "এখান পর্যন্ত"। সত্যিকারের ঝড়ে ৭৬ নম্বর পাতা দেখো। -হু.

কে কে



গুনি। শনিবারের ডেলিভারি-বয়। ঝড়-শিকারি (মোটামুটি)। এই খাতাটা ওর।



তুলিতা। বিদ্যুৎ-চমক আর মেঘ ডাকার মাঝের সেকেন্ডগুলো গোনে। সবুজ কালিতে লেখে আর "তু." নামে সই করে।



টুকরো। ড্রাগনের ছানা। গুনির সবকিছু নকল করে। সবকিছু।



তোনিও। বিজলির হয়ে সাইকেলে ডেলিভারি দেয়। দশ মিনিটে, নইলে বিনামূল্যে।



ফ্লোরা। ৯, খাল রোডের বাগানি। পাথরে সই করেন না।



ভেরা। ফ্লোরার বাড়ির পাশে ড্রাগনদের বাড়িতে ড্রাগনদের দেখাশোনা করেন। টুকরো ওঁর কাছে থাকে।



মায়া। অসম্ভব ডেলিভারির মালিক। মাথায় জাদুকরীর টুপি। যা বলেন, তার চেয়ে বেশি জানেন।



র.। যে পার্সেল কেউ পৌঁছে দিতে পারে না, সেগুলো পাঠান। কেউ ওঁর নাম বলে না।

ডেলিভারির খাতা ২
গুনির

অফিশিয়াল।

“অফিশিয়াল ”মানে আগে আমি পড়ব। অফিশিয়ালি। -হু.



১ নম্বর খাতাটা শেষ: পুরোটা ভরে গেছে। এটা আমাকে দিয়েছেন মারা, দোকানের মালিক, মলাটে দোকানের সিলমোহর সমেত। উনি বলেন, অফিশিয়াল খাতায় আঁকাআঁকি করতে নেই। দেখা যাক।

অধ্যায় ১

ঝড়-শিকারি

মারার দোকানে একটা পার্সেল কাঁপছে। গত শনিবার থেকে এমন চলছে, প্রতিদিন একটু একটু বেশি।
ঠিক করেছি ওটা ছোঁব না।
শেষ যেটা আমি আর হুলিতা পৌঁছে দিয়েছিলাম, সেটা ছিল একটা ডিম; এখন সেটা টুকরো নামের এক ড্রাগনের ছানা, যে আমার সবকিছু নকল করে।

আমার বাড়ির উল্টোদিকের দোকানে উনিশটা ফেরত পার্সেল এখনও বাকি। আর তার একটা যেন অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

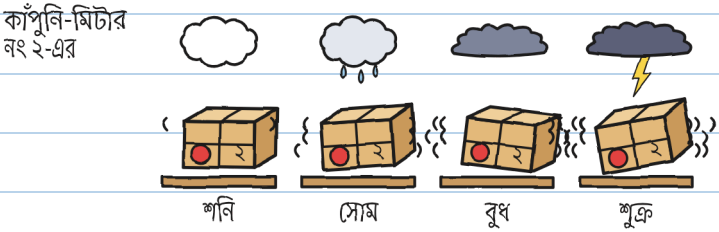

ভয়ে কাঁপছে না: ঝড় আসছে বলে কাঁপছে। শনিবার, বিকেল ছয়টায়। আবহাওয়ার খবরে আমি ছয়বার দেখে নিয়েছি। -হু.

ফেরত পার্সেল হলো সেই পার্সেল, যেগুলো সবসময় ফিরে আসে: যে নেয়, সে যদি লেবেলে এমন কালিতে সই না করে যা মোছে না (হুলিতার সবুজ মার্কারের কালির মতো), তাহলে ভোর হলে ওগুলো উড়ে নিজের তাকে ফিরে যায়। সবগুলো পাঠান একই মানুষ: র.

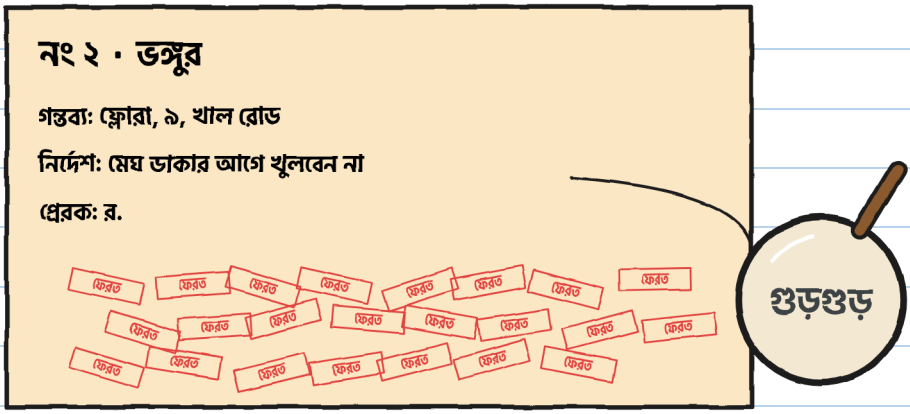

২ নম্বরে তেইশটা "ফেরত" সিলমোহর ছিল।

তেইশ। আমি দুবার গুনে দেখেছি। -হু.

"তেইশ বার আমি নিজে এটা পৌঁছে দিতে গেছি," মারা বললেন। "আর একবারও ঝড়ের মধ্যে নয়।"

শনিবার দশটায় মারা কাউন্টারে ২ নম্বর পার্সেলটা হাতে নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তোনিও ওখানেই ছিল: প্রতি শনিবার আমরা তিনজন দোকানে শাস্তি ভোগ করি, ১ নম্বরটা অনুমতি ছাড়া পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

"এটা," মারা বললেন, "তোমরা পৌঁছে দেবে। আজ বিকেলে।"



হুলিতা এত বড় এক লাফ দিল যে প্রায় "বাকি ১৯" লেখা সাইনবোর্ডটা ছুঁয়ে ফেলল।

মারা তিনটে শর্ত দিলেন, আঙুলে গুনে গুনে:

১. ঝড় আসার আগে, পাঁচটায় তোমরা রওনা দেবে, আর ঝড় না থামা পর্যন্ত ফ্লোরার বাড়িতে থাকবে।

২. তোমাদের বাড়ির লোকেরা জানে, ফ্লোরাও জানেন।

৩. নিয়মটা লেবেলেরই: মেঘ ডাকার আগে খোলা যাবে না। আর সেই ডাক হতে হবে মাথার ওপরের: দূরের ডাক ধরা হবে না।

"আর তুমি যাচ্ছ না?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।

"আমার এখানে কাজ আছে," মারা বললেন, আর দোকানের জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন, যেটা ধূসর হয়ে আসছিল।

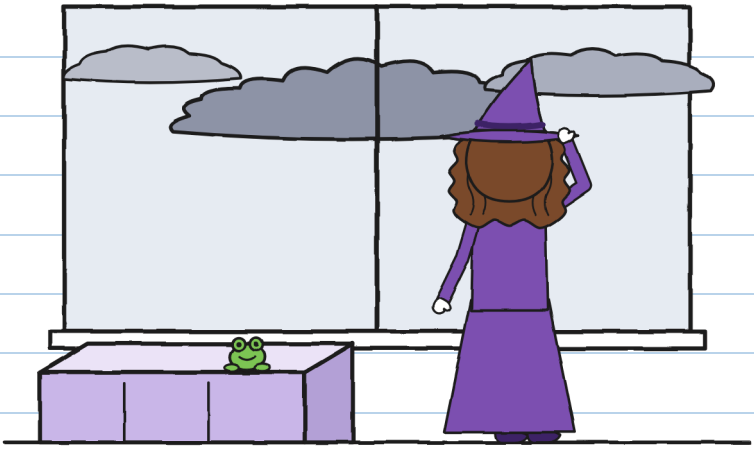

কী কাজ? -হু.

তারপর হুলিতা আমার দিকে তাকাল।
"তোমার ঝড় ভালো লাগে?"

আর আমি সেটাই বললাম, যা সবাই বলে যখন কেউ ওভাবে তাকায়:

"খুব ভালো লাগে। আমার আগের পাড়ায় আমি প্রফেশনাল ঝড়-শিকারি ছিলাম।"



আমি যা বললাম

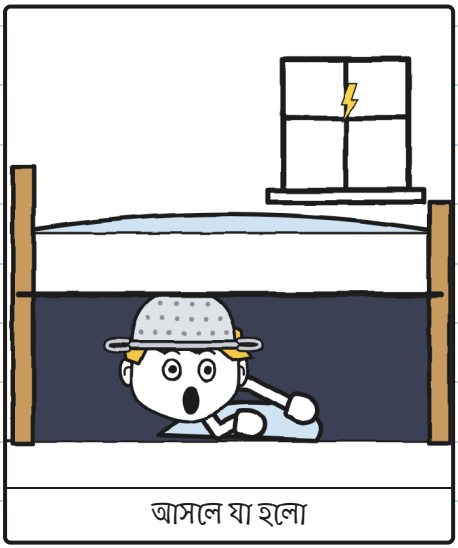

আসলে যা হলো

খাটের তলার প্রফেশনাল। -হু.

হুলিতা আমাকে শেখাল কীভাবে ঝড় গুনতে হয়। আমার খাতাতেই, অনুমতি না নিয়ে, যথারীতি:

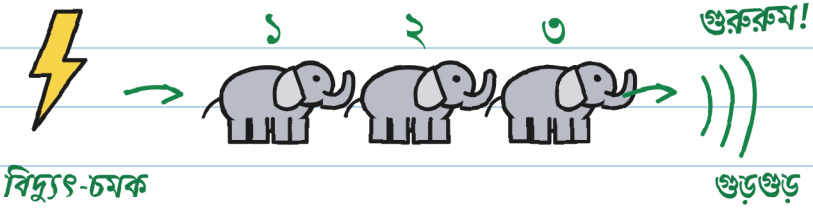

এক হাতি, দুই হাতি, তিন হাতি...

১ হাতি = ১ সেকেন্ড

৩ হাতি = ১ কিলোমিটার (মোটামুটি)

০ হাতি = ঠিক মাথার ওপর!

↑ ওটাই লেবেলের মেঘের ডাক।
দূরের ডাক পার্সেল খোলে না।

আরও হাতি: ওই বাজ আরও দূরে পড়েছে।

মেঘের ডাক শুনলে, দূরের হলেও: নিরাপদ জায়গায় চলো!

যা জানা, তাতে কম ভয় লাগে। -হু.

আমার কিছু গোনার দরকার ছিল না, কারণ ঝড় আমার খুব ভালো লাগে। তবু লিখে রাখলাম, যদি কাজে লাগে।

তোনিও কাঁধের ওপর দিয়ে লেবেল পড়ে ছোট লেখাটা দেখাল।
"বিজলি ঝড়ে ডেলিভারি দেয় না।"
"এখনও তো ঝড় নেই," হুলিতা মনে করিয়ে দিল।
তোনিও আবার পড়ল। "এখনও"-র কথা ওতে নেই। আর সে আমাদের সঙ্গে চলে এল।



ছোট অক্ষরের লেখা, বড় অজুহাত। -হু.

পাঁচটায় রাস্তা পেরিয়ে নিজের বাড়ি গেলাম রেনকোট আনতে।
"কমলা রঙেরটা পরো," দরজা থেকে মা বলল। "তুমি ঠিক যেতে চাও? মেঘ ডাকলে তো তুমি..."
"টা-টা, মা!"

"মেঘ ডাকলে তো তুমি..." কী? -হু.

আমরা বড় সেতু পার হলাম, যেটা রাতে নৌকা যাওয়ার জন্য তুলে দেওয়া হয়, আকাশ তখন ক্রমেই আরও কালো হচ্ছে। মাঝখান দিয়ে যাওয়ার সময় হুলিতা খুব গম্ভীর মুখে জলের দিকে হাত নাড়ল: খালের সঙ্গে ওর বনিবনা নেই।

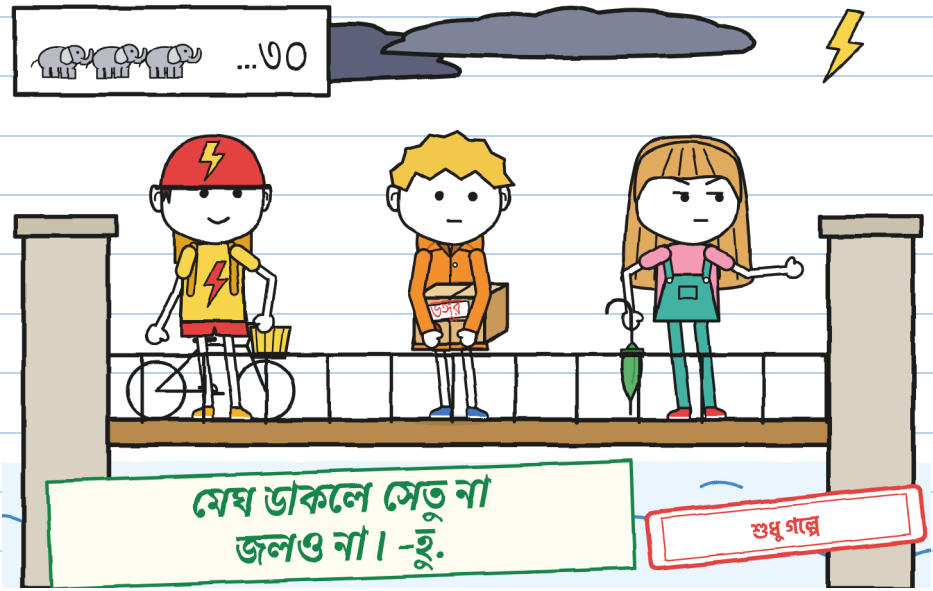

অনেক দূরে আকাশ জ্বলে উঠল। কিছু শোনার আগে হুলিতা তিরিশ হাতি গুনল।

গুরুরুম।

"ওই বাজটা পড়েছে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে," সে বলল।

"আবহাওয়ার খবর বলছে, ঝড় আসবে ছটায়।"

"মেঘ ডেকেছে!" তোনিও বলল। "এবার খোলা যায়?"

"ওটা পার্সেল খোলে না," হুলিতা বলল: "লেবেলের মেঘের ডাক হলো সেটা, যেটা বিদ্যুৎ-চমকের সঙ্গে একসঙ্গে বাজে, শূন্য হাতি। কিন্তু ও শোনা যাচ্ছে, তাতেই যথেষ্ট: নিরাপদ জায়গায় চলো!"
আমরা খাল রোড পর্যন্ত দৌড়ে গেলাম। আমি এমন ভান করলাম, যেন কোনো মেঘের ডাক শুনিইনি।

"ওটা কি হিক ছিল?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।
"না," আমি বললাম। "হিক!"



ছোটবেলা থেকেই আমার এটা হয়, কিন্তু শুধু মেঘ ডাকলে: প্রতিটা মেঘের ডাকে হেঁচকির একটা ঝাঁক, তিন সেকেন্ডে একটা করে, আর মাথার ওপর ঝড় থাকলে আমি থামতেই পারি না। এটা ভয় নয়। এটা আমার শরীর আমাকে না জিজ্ঞেস করেই করে।

এটার নাম ভয়। -হু.

ভেরা ততক্ষণে ড্রাগনদের বাড়ির দরজায় আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন, ফ্লোরার দরজার গা ঘেঁষে, কোলে টুকরো: প্রতি শনিবার টুকরো আমার সঙ্গে বেড়াতে যায়।

"শুধু ফ্লোরার বাড়ি পর্যন্ত: ওর এটাই প্রথম ঝড়," ভেরা বললেন, আর ওকে আমার কোলে দিয়ে দিলেন। "ও তোমার সবকিছু নকল করে, গুনি। তুমি যা অনুভব করো, তা-ও। ও ভয় পেলে ওকে টেনো না: ও আঁকড়ে ধরে। ঝড় থামলে পাঁচিলে তিনবার টোকা দিও, আমি এসে নিয়ে যাব।"

"আমি কিছুই অনুভব করি না," আমি বললাম। "ঝড় আমার খুব ভালো লাগে।"

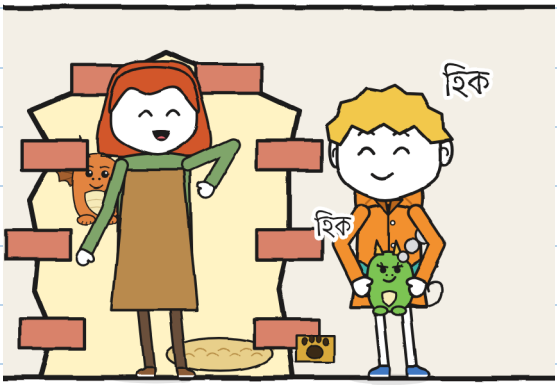

দূরে মেঘ ডাকল। আমার হিক উঠল। টুকরোরও হিক উঠল, আর ওর নাক দিয়ে ধোঁয়া বেরোল।

"ভেতরে, এক্ষুনি," ভেরা বললেন।

ফ্লোরার বাড়ি হলো জেরানিয়ামওয়ালা বাড়িটা: দুই শনিবার আগে আমরা যখন ড্রাগনদের বাড়ির দরজা খুঁজছিলাম, তখন যে বারান্দা থেকে এক ভদ্রমহিলা আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, সেটাই। ওই দরজাটা দেখতে দেয়ালের মতো।

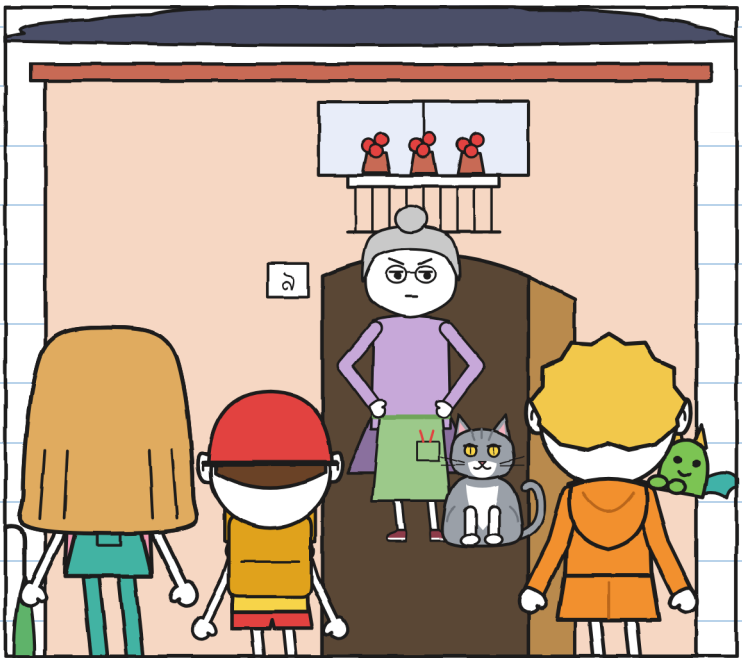

ফ্লোরা আমরা কড়া নাড়ার আগেই দরজা খুলে দিলেন। বাক্সটার দিকে তাকালেন। আকাশের দিকে তাকালেন। টুকরোর দিকে তাকালেন। "ভেরার ছানা। আমার ফার্নগুলো যেন পুড়িয়ে না দেয়," তিনি বললেন। "ভেতরে এসো, বৃষ্টি আসছে। তবে বলে রাখছি: আমি পাথরে সই করি না।"

অধ্যায় ২

গুড়গুড়!

ফ্লোরার রান্নাঘর গাছে ভরা: টেবিলে, মেঝেতে, ছাদ থেকে ঝোলানো। একেবারে পেছনে একটা কাচের দরজা গ্রিনহাউসে খুলেছে, আর বেড়াল-দরজা লাগানো পেছনের দরজাটা উঠোনে। বৃষ্টির জন্য তোনিও সাইকেলটা প্যাসেজে ঢুকিয়ে রাখল।

গ্রিনহাউসের কাচে কিছু আঁকা ফোঁটা ছিল। একটা ফোঁটা ওপরে চৌকাঠ পর্যন্ত উঠে গেল। পরেরটা ওটাকে ছাড়িয়ে গেল।

"এগুলো র.-এর জাদু-কাচ," ফ্লোরা বললেন। "আমি চাইলে বৃষ্টিকে ঢুকতে দেয়। বাজকে কখনও না।"



আমি ২ নম্বর বাক্স টার দিকে তাকালাম। দেখা যাচ্ছে, র. কিছু জিনিস ঠিকই পৌঁছে দিতে জানেন।

ফ্লোরা বাক্সটা টেবিলে রেখে কিছু না জিজ্ঞেস করেই খুলে ফেললেন। ভেতরে খড়ের মধ্যে একটা কাচের বয়াম, আর তাতে আটটা ধূসর গুটি।

"লেখা আছে মেঘ ডাকার আগে খোলা যাবে না!" হুলিতা চেঁচিয়ে উঠল।

"আমি বাক্স খুলেছি, বয়াম নয়," ফ্লোরা বললেন। "ভেতরে কী আছে আমি জানি: র. আমাকে লণ্ঠন-গাছের কথা দিয়েছিলেন, অথচ পাঠান পাথর।"

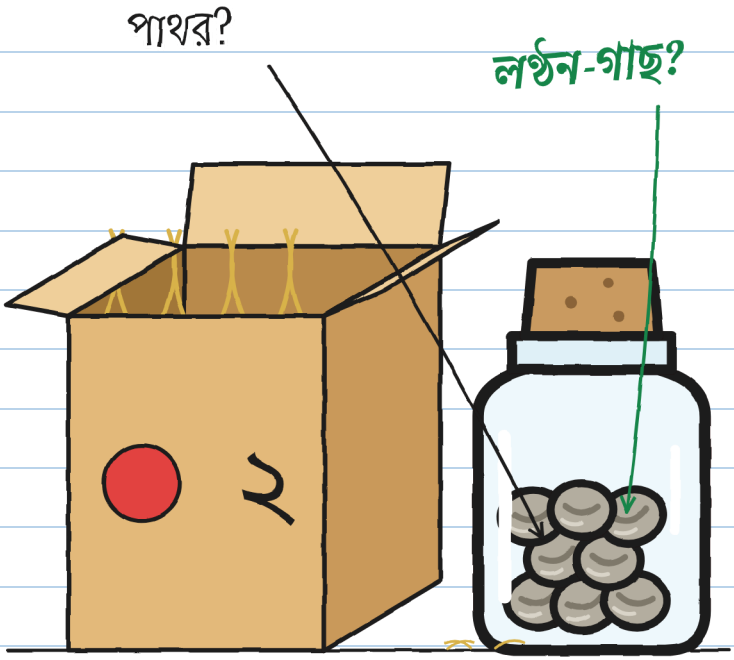

"লণ্ঠন-গাছ কী?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ফ্লোরা ফ্রিজের গা থেকে একটা পুরনো ছবি খুলে আনলেন: রাতের খালপাড়ের পথ, পাড় বরাবর এক সারি ছোট ছোট আলো।

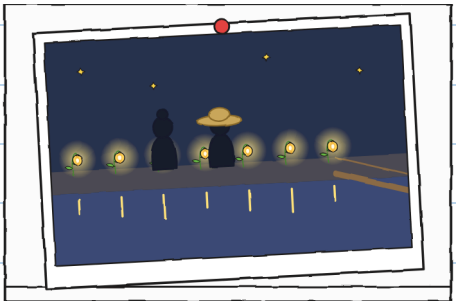

"এগুলো গাছ, যারা বিদ্যুৎ-চমকের আলো জমিয়ে রাখে," ফ্লোরা বললেন। "রাতে ফিরিয়ে দেয়।"
"র. কি ওগুলো লাগাতেন?"
"জাগানো বীজ আনতেন; আমি মাটি দিতাম। ঘুমন্ত বীজ কখনও দেখিনি।"
"আর লণ্ঠন-গাছগুলো?"
"নিভে গেল। র. আসা বন্ধ করলেন। এখন এটা পাঠান।"

সে কারণেই রাতে খাল এত অন্ধকার, আর খালের ওপর ওই তক্তা, সাঁকো, এত ভয় ধরায়।

ধরাত। আমাকে তো খুবই: আমি অন্ধকারে ওটা পার হয়েছি। -হু.

"র. সবসময় কথা রাখেন," ফ্লোরা বললেন। "দেরিতে, কিন্তু রাখেন। এটায় না: তেইশ বার আমার কাছে এই বয়ামটা এসেছে, আর তেইশ বারই পাথর।"

আমি লেবেলটার কথা ভাবলাম। ওটা আমার মুখস্থ, নির্দেশ-সমেত। "আপনি কি কখনও খোলার আগে মেঘ ডাকার জন্য অপেক্ষা করেছেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ফ্লোরা আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন, যেন আমি জিজ্ঞেস করেছি জল ভেজায় কি না।
"আমি কারও জন্য অপেক্ষা করি না," তিনি বললেন। "মেঘ ডাকার জন্যও না।"

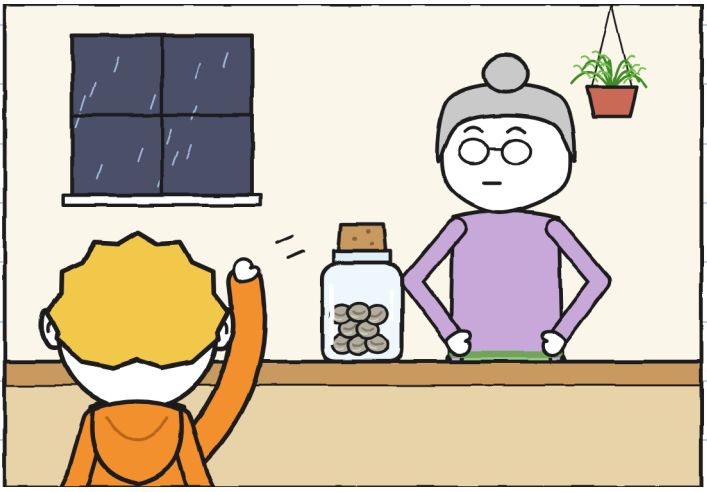

ফ্লোরার বেড়ালের নাম গুড়গুড়: নামটা ওর বাটিতে লেখা। ও মেঘের মতো ধূসর, আর ওর গরগর আওয়াজটা সত্যিকারের মেঘ ডাকার মতো।

ঝড়ের অপেক্ষায় রান্নাঘরে সবকিছু ঘটল, আবার কিছুই ঘটল না:

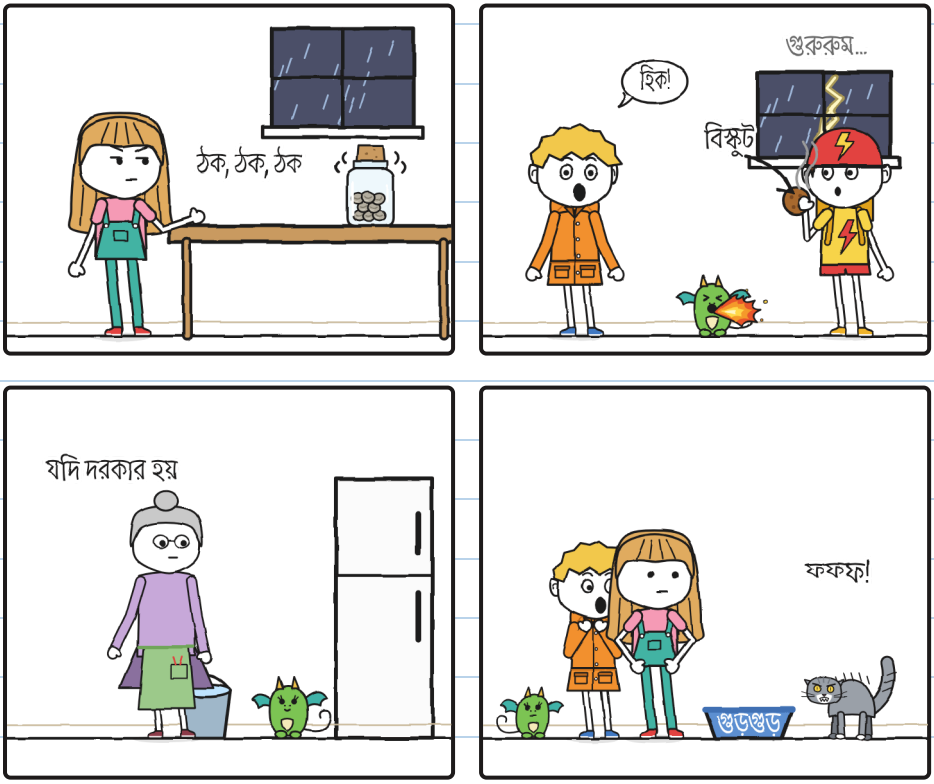

মেঘ ডাকার চেয়েও খারাপ হলো তার অপেক্ষা। -হু.

টেবিলের ওপর বয়ামটা ঝনঝন করছিল, ক্রমেই জোরে। হুলিতা নিচু গলায় গুনছিল: "বারো হাতি।" "নয়।"
টেবিলের নিচে ওর পা আরেকটা হিসেব রাখছিল।

"তুমি তো মেঝেতে গর্ত করে ফেলবে," আমি বললাম।
"আমি গুনছি।"
"তাহলে তোমার পাকে জানাও। ওটা এগিয়ে আছে।"
তখন টুকরো আরেকটা ছোট্ট শিখা ছাড়ল, আর গুড়গুড় বেড়াল-দরজা দিয়ে ছিটকে উঠোনে চলে গেল। ফ্লোরা পেছনের দরজা খুলে চৌকাঠ থেকে চেঁচিয়ে ডাকলেন:
"গুড়গুড়উউউউ!"



আর হুলিতা বয়ামটা খুলে ফেলল।



"মেঘ ডেকেছে!" সে বলল।

মেঘ ডাকেনি। চেঁচিয়েছিলেন ফ্লোরা। গুড়গুড় হলো বেড়ালটা।

আমি শুনলাম "গুড়গুড়!", আর ঠিক ওটাই তো শুনতে চাইছিলাম। কেউ আমাকে বলেনি যে ওটা একটা বেড়াল। -হু.

ওটা আমি ১৭ নম্বর পাতায় রেখেছি।

ওই পাতাটা আমি পরে পড়েছি। -হু.

খুলতেই বয়ামটা ঝনঝন করা থামিয়ে দিল। ভেতরে শুধু আটটা ধূসর গুটি, ঠান্ডা আর স্থির। হুলিতা ওগুলো টেবিলে ঢেলে আতশকাচ দিয়ে দেখল।

"ওদের গায়ে একটা দাগ আছে," সে বলল। "বন্ধ চোখের মতো।"

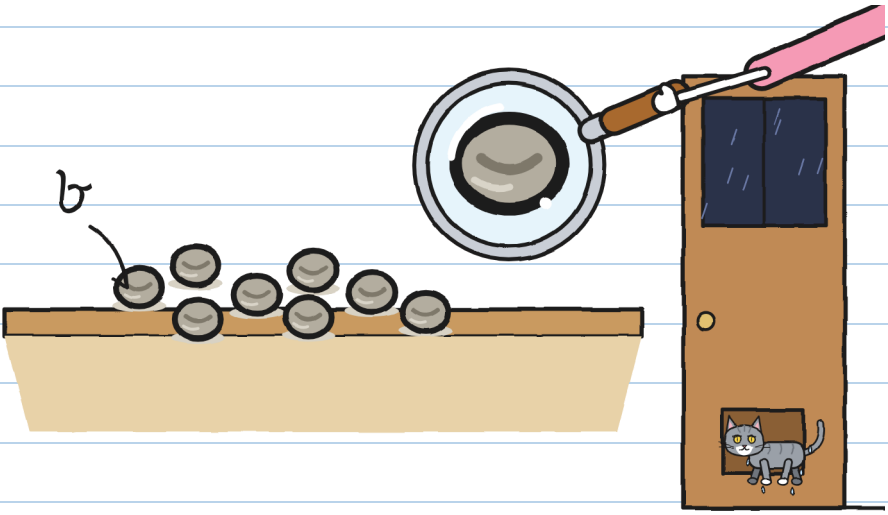

গুড়গুড় একা একাই বেড়াল-দরজা দিয়ে ফিরে এল, ভিজে চুপচুপে, আর ফ্লোরা দরজা বন্ধ করে দিলেন।

"পাথর। যেমন সবসময়," তিনি বললেন, আর হুলিতার দিকে তাকালেন।

হুলিতা ওর জামার রঙের হয়ে গেল।

"ওরা ঘুমিয়ে আছে," আমি বললাম। "ওগুলো পাথর নয়, বীজ। তাই তো লেখা আছে 'মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না'। হয়তো একটা মেঘের ডাকই ওদের জাগাবে। বড় একটা ডাক, যেটা কাচ কাঁপিয়ে দেয়।"

ফ্লোরা চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন:
"বীজ হলে প্রমাণ করুক।"

বাইরে প্রায় রাত নেমে গিয়েছিল, অথচ তখন সবে ছটা।
বিদ্যুৎ-চমক। হুলিতা গুনতে শুরু করল:

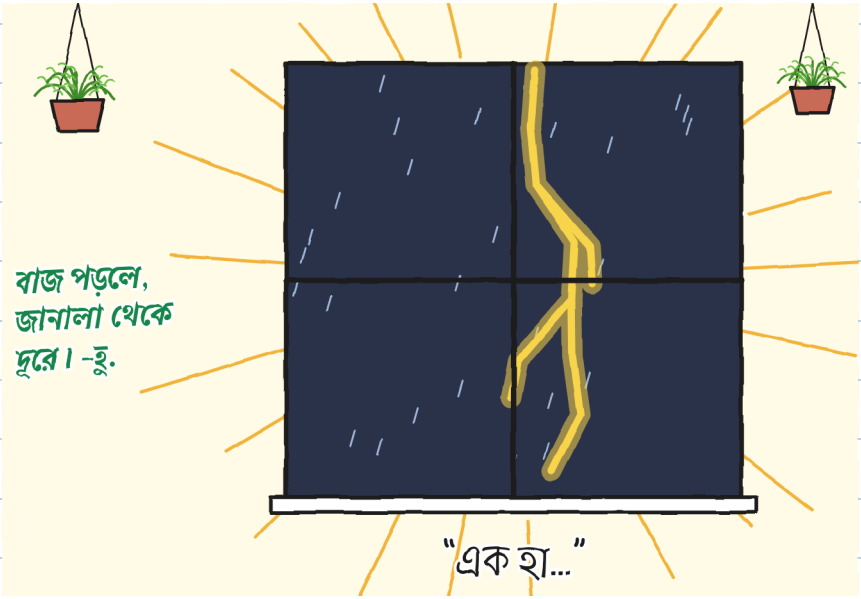

আর তখন সত্যিকারটা এল।

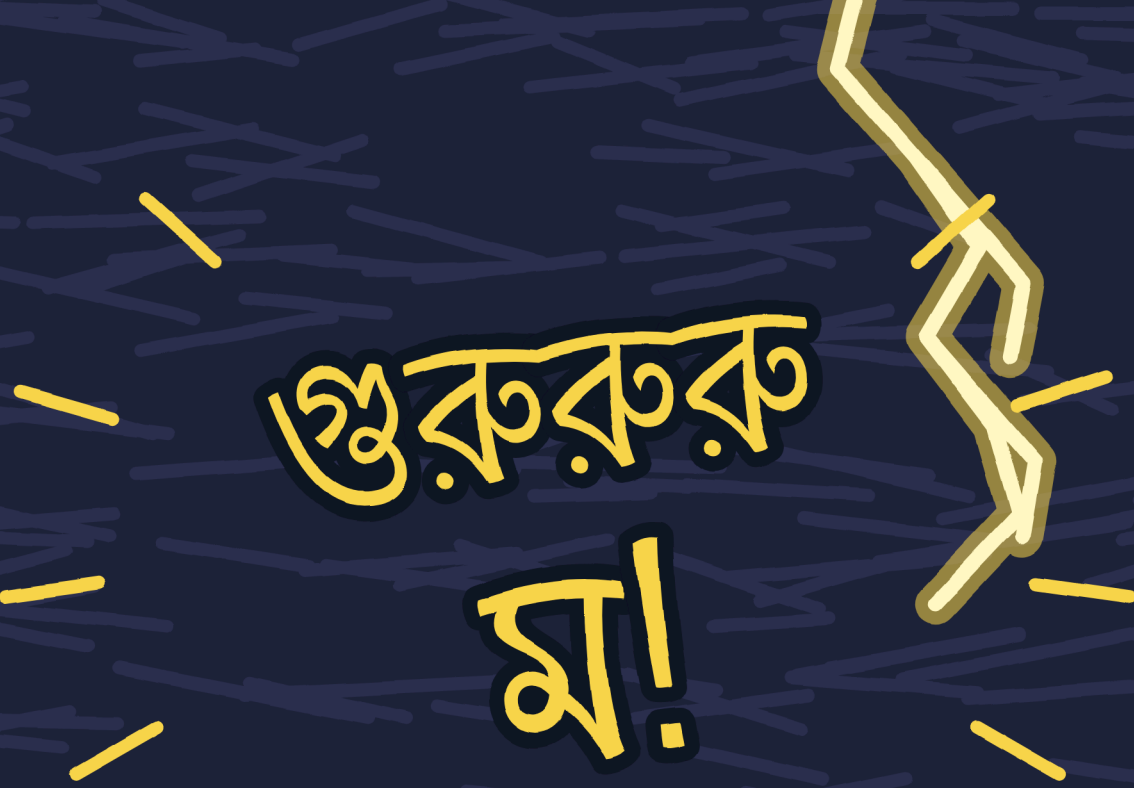

মেঘের ডাক এল বিদ্যুৎ-চমকের সঙ্গেই: ঝড় ঠিক মাথার ওপর।
টেবিল, গেলাস আর কাচ কেঁপে উঠল।

আর কারেন্ট চলে গেল।

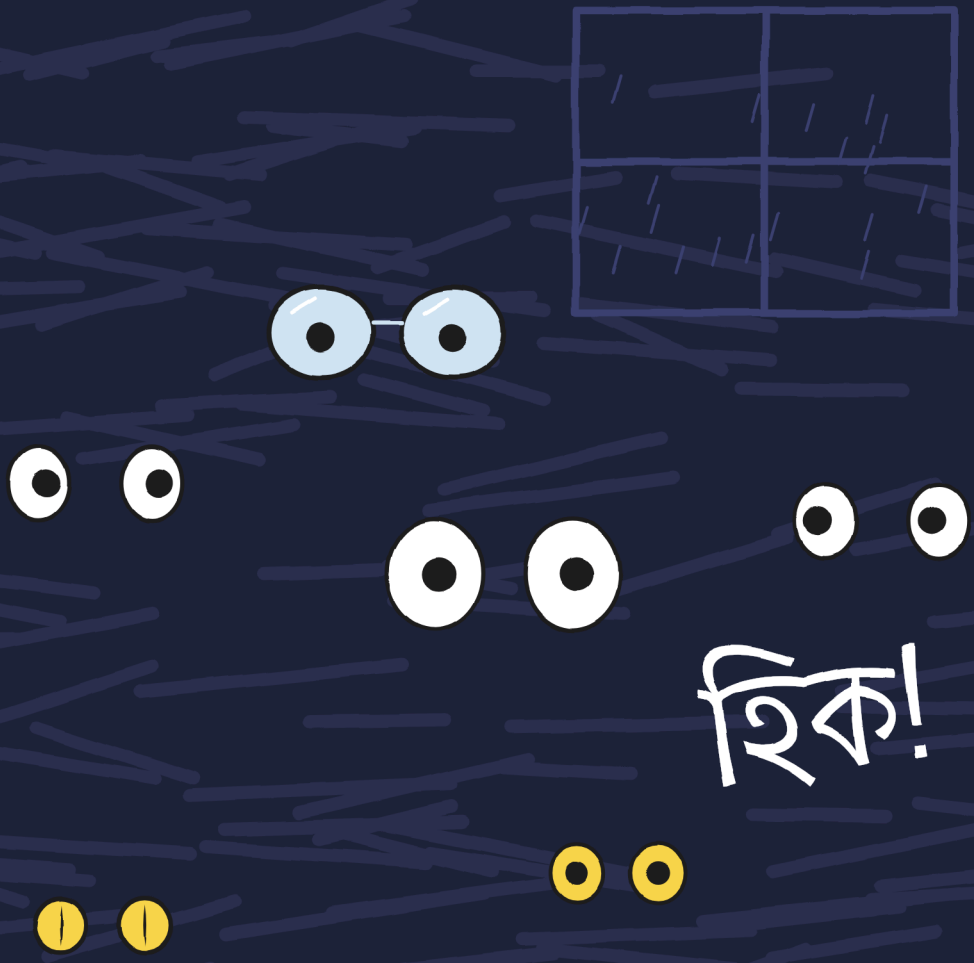

আমার হিক উঠল। টুকরোরও হিক উঠল, আর ওর মুখ দিয়ে আগুনের হলকা বেরোল। এক সেকেন্ডের জন্য পুরো রান্নাঘরটা দেখা গেল।

টেবিল খালি ছিল।

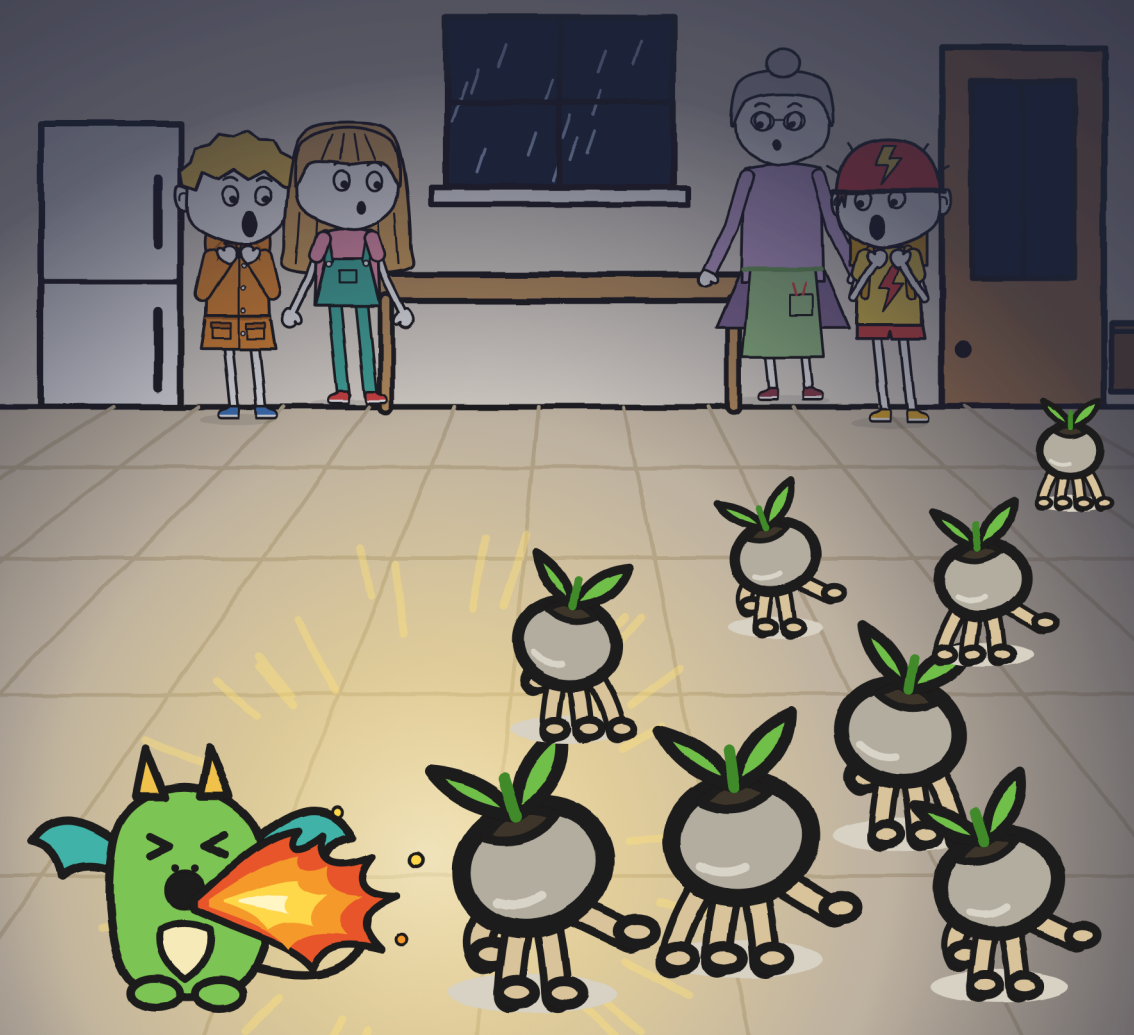

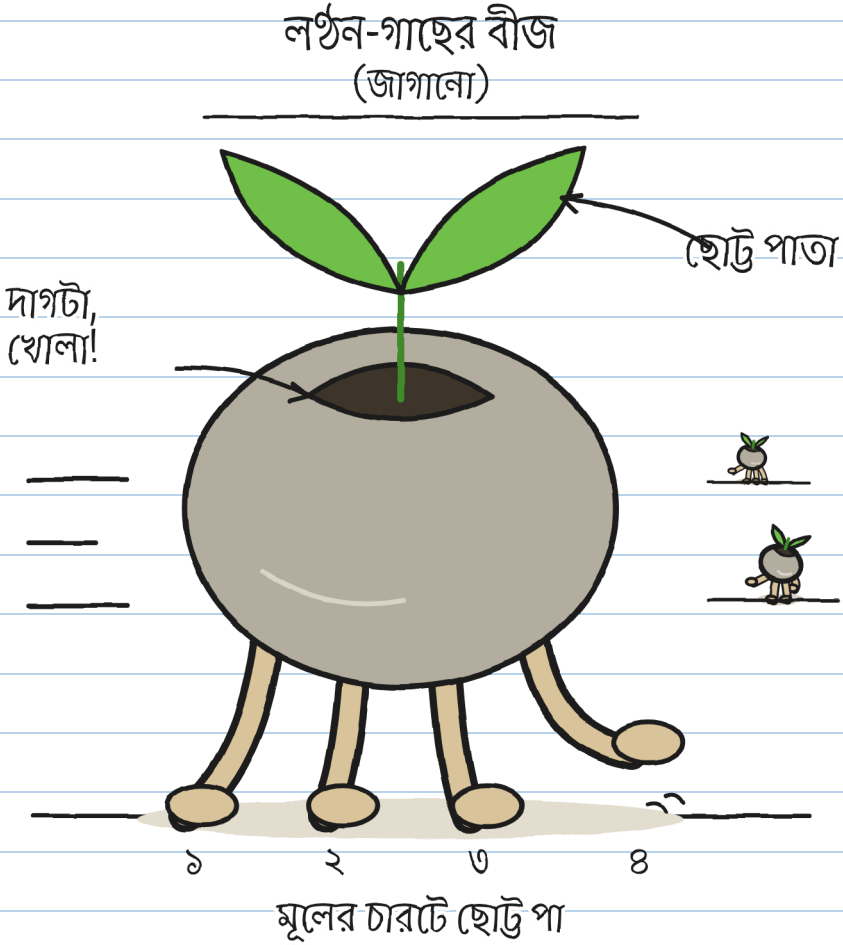

পাথরগুলোর পা ছিল।

আর তাড়া। -হু.

অধ্যায় ৩

না দেখলেই ওরা নড়ে

অন্ধকারে ছোট্ট বৃষ্টির মতো শব্দ শোনা যাচ্ছিল: টুক, টুক, টুক। আবার বিদ্যুৎ চমকাতেই দেখা গেল বীজগুলো আরও দূরে। আর স্থির। একদম স্থির। যেন কিছুই করেনি।

ওরা জোরে ছুটছিল, কিন্তু প্রতিটা বিদ্যুৎ-চমক ওদের থামিয়ে দিচ্ছিল, আর বিদ্যুৎ-চমক ছিল অনেক। আমি টেবিলের নিচ থেকে ওদের দেখছিলাম। মাথায় পরে নিয়েছিলাম ফ্লোরার ছাঁকনিটা, যেটা পেরেক থেকে ঝুলছিল: আমার বাড়িতে মেঘ ডাকলে আমি একটা পরি।

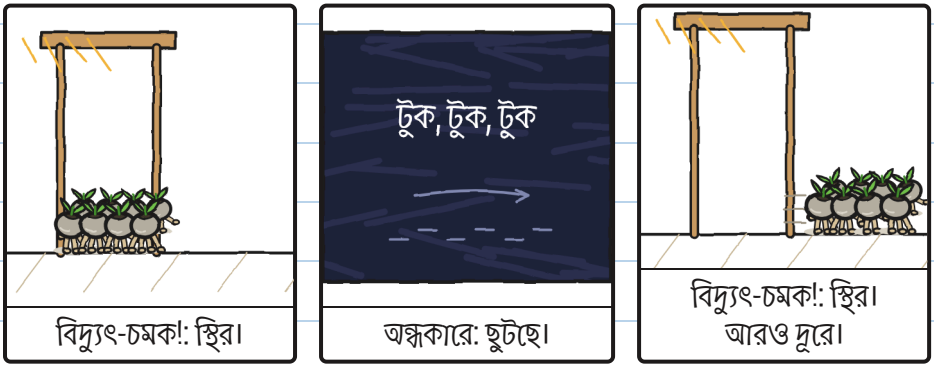

এটা স্ট্যাচু খেলা। বীজ দিয়ে। -হু.

ফ্লোরা একটা বীজের ওপর টর্চ ফেললেন। বীজটা মেঝেতে গেঁথে গেল। যেই অন্যটার দিকে আলো ঘোরালেন, প্রথমটা সুযোগ বুঝে পালাল।

"ওরা বীজ! ওরা জেগে আছে!" ফ্লোরা চেঁচিয়ে উঠলেন।



এই প্রথম তাঁকে দেখে মনে হলো, রান্নাঘরে কিছু ছুটছে বলে তিনি খুশি।
"আরেকটা টর্চ দরকার," আমি বললাম।
"তাহলে অন্য উপায় ভাবো। আমার কাছে শুধু এটাই আছে।"

আটটা বীজ আর একটা টর্চ। দ্বিতীয় বীজটাও পালিয়ে গেল।

সবাই যাচ্ছিল বেড়াল-দরজার দিকে।
"ওরা ঝড়ের জলে ভেজা মাটি খুঁজছে," ফ্লোরা বললেন, আর দরজার সামনে একটা বিশাল টব বসিয়ে দিলেন। "বাড়িতে শুধু কলের জলে ভেজা মাটি, গ্রিনহাউসেও, আর সেটা ওদের কাজে লাগে না। বাইরে প্রায় নেই: পাথরের টালি, একটা ছোট্ট পথ আর খাল। বেরোলে বৃষ্টি ওদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে জলে।"

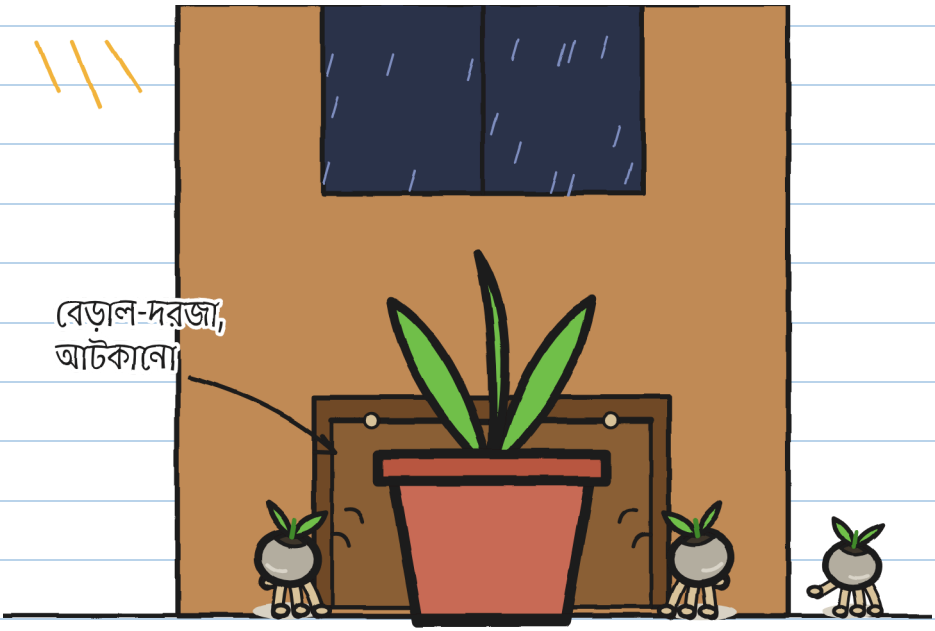

বেড়াল-দরজা আটকে গেল। কিন্তু এখন ওরা অন্ধকারে পুরো রান্নাঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল, আর রান্নাঘরে লুকোনোর জায়গা একশোটা।

আমরা সবকিছু চেষ্টা করলাম:



তুলিতা, কাপড় দিয়ে: গুড়গুড়কে ধরল।



তোনিও, খালি হাতে: গুড়গুড় ওকেই ধরল।



টুকরো, নিজের আগুন দিয়ে: একটা!



ফ্লোরা, টর্চ দিয়ে: দুটো!

গুড়গুড়ও ওদের তাড়া করছিল। ও প্রায় অন্ধকারেও দেখতে পায়। আমরা পাই না।

তোনিও ঝড়কে ভয় পায় না। তোনিও বেড়ালকে ভয় পায়।

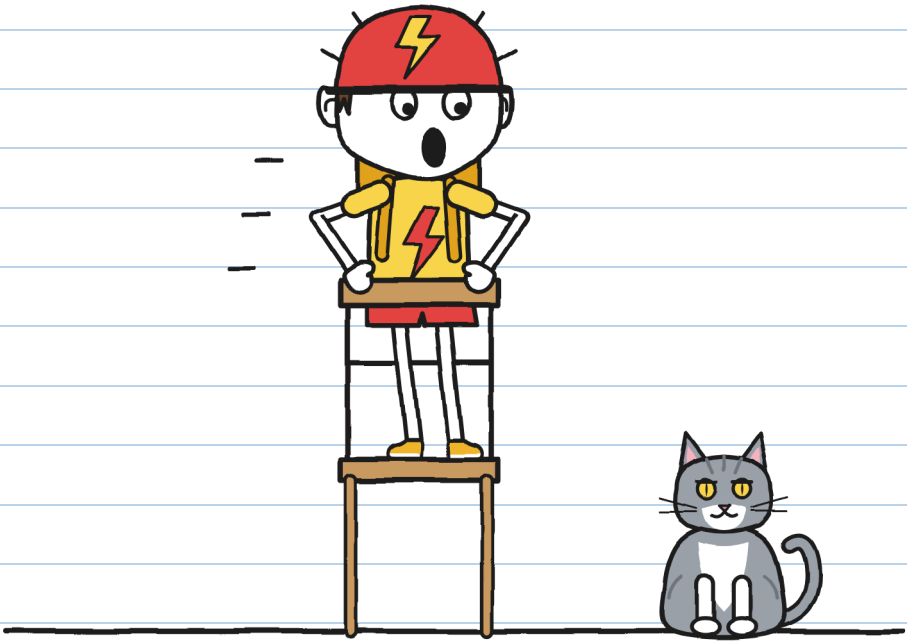

"ওটা বেড়াল না!" হুলিতা ওকে বলল। "ওটা গুড়গুড়!"
"আরও খারাপ!"

দুটো ভয় আর একটাই নাম। -হু.

আমি তখনও টেবিলের নিচে, মাথায় ছাঁকনি পরে। প্রতিটা বিদ্যুৎ-চমকে পুরো মেঝেটা দেখতে পাচ্ছিলাম, আর একটা জিনিস চোখে পড়ল: বীজগুলো রান্নাঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু প্রতিবারই ফিরে আসছিল বেড়াল-দরজার টবটা ঠেলতে।

ওদের পিছু ধরার দরকার ছিল না। আমরা জানতাম ওরা কোথায় যাবে।

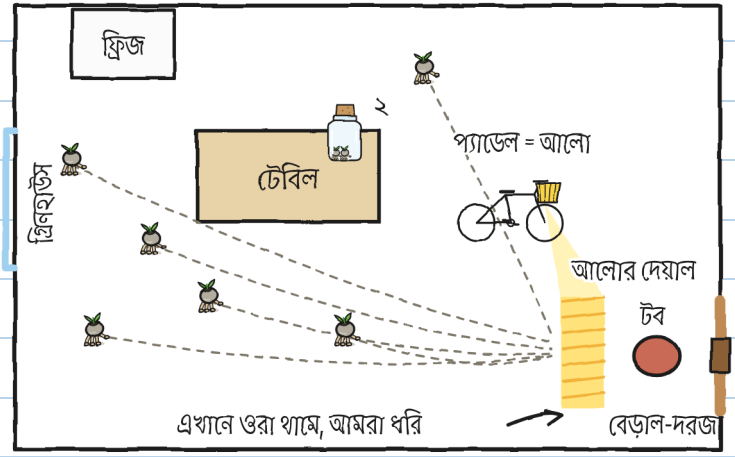

আমি একটা নকশা আঁকলাম।
"তোনিও, তোমার হেডলাইট কি প্যাডেল করলে জ্বলে?"
"অবশ্যই।"
"তাহলে আজ তুমি আলো পৌঁছে দেবে।"

আমরা সাইকেলটা স্ট্যান্ডে দাঁড় করালাম, হেডলাইট বেড়াল-দরজার দিকে ফিরিয়ে। বিজলির ডায়নামো পেছনের চাকার গায়ে লাগানো: চাকা ঘুরলে আলো জ্বলে। আর তোনিও প্যাডেল করল।

ও এমন প্যাডেল করল, যেমন আগে কখনও করেনি। বিশেষ করে যখন গুড়গুড় ওর গায়ে লাফিয়ে উঠল।

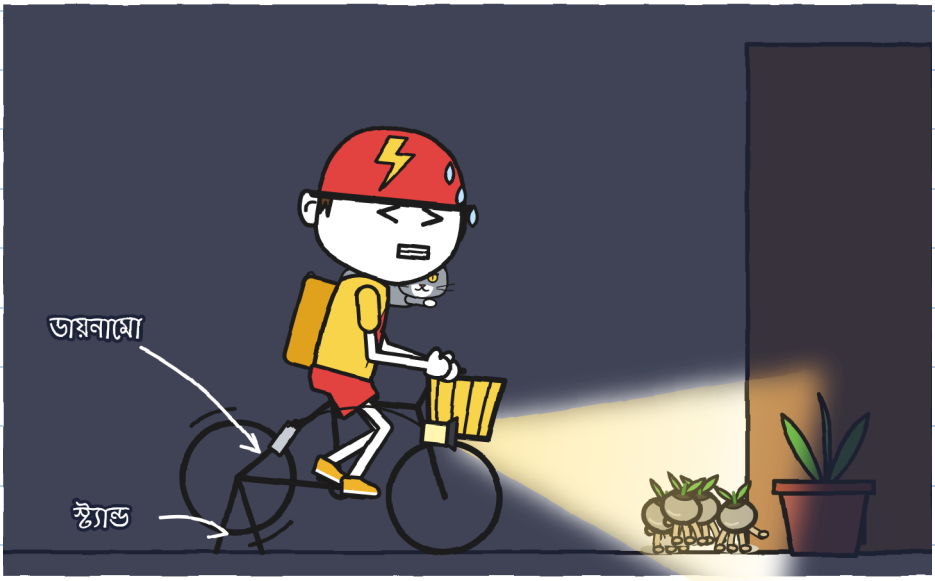

অবশেষে বিজলি কোনো কাজে লাগল। –হু.

বীজগুলো আলোর কাছে এসে স্থির হয়ে যাচ্ছিল, পা টিপে টিপে, যেন হাতেনাতে ধরা পড়েছে। আমরা ওদের একটা একটা করে বয়ামে ভরছিলাম। তিন। চার।

গুড়গুড় আরেকটা মুখে ধরে ফেলল, আর ফ্লোরা দু'আঙুলে সেটা ওর মুখ থেকে নিয়ে নিলেন।
"পাঁচটা!" তিনি বললেন।

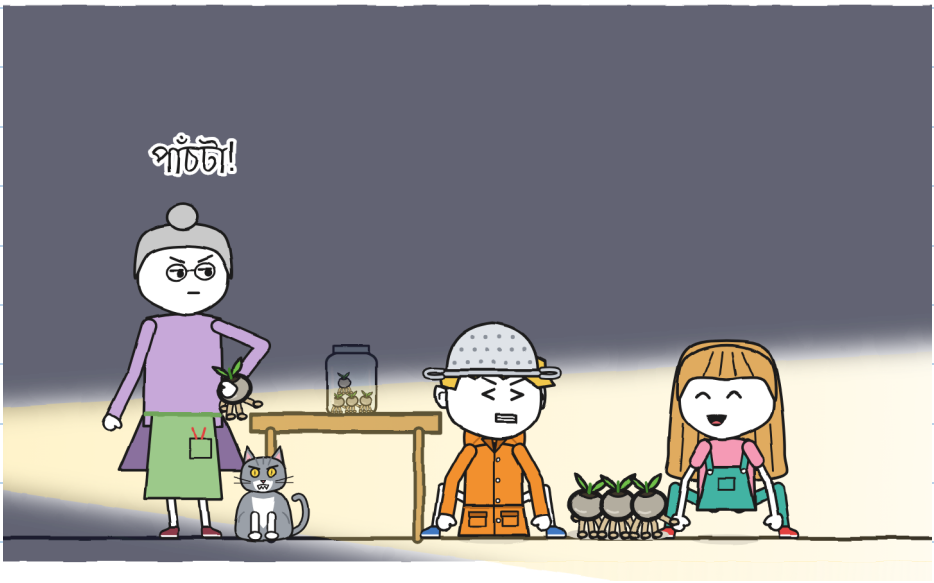

ছয়।

ফ্লোরা বয়ামের মুখ বন্ধ করে দিলেন, যাতে কোনোটা পালাতে না পারে, আর আমাদের সাহায্য করতে ঝুঁকে পড়লেন। তখন গুড়গুড় টেবিলে লাফিয়ে উঠে ওটা ফেলে দিল।



তোনিও ওটা মাটিতে পড়ার আগেই শূন্য থেকে লুফে নিল।
"বিজলি," সে বলল। "এক সেকেন্ডে, নইলে বিনামূল্যে।"

কিন্তু সে প্যাডেল করা থামিয়ে দিয়েছিল, আর আলো নিভে গেল। আর গুড়গুড়কে থামানো যায় না: সে বেড়াল-দরজার দিকে ছুটে গেল।

অন্ধকারে: টুক, টুক, টুক। গুড়গুড় টবটা ঠেলল: ক্যাঁচ। আর বেড়াল-দরজাটা করল খটাস।

আবার বিদ্যুৎ চমকাতেই দেখা গেল, মেঝেতে মাত্র একটা বীজ পড়ে আছে, আর হুলিতা ওটা ধরে ফেলল। সাত।



আট নম্বর বীজটা বেড়াল-দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।

"আমি ওটা আনতে যাচ্ছি!" হুলিতা বলল, হাত ইতিমধ্যে
দরজার হাতলে।
"বাজ পড়ার মধ্যে এই বাড়ি থেকে কেউ বেরোবে না," ফ্লোরা বললেন,
আর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। তর্কের মেজাজে তিনি ছিলেন না।

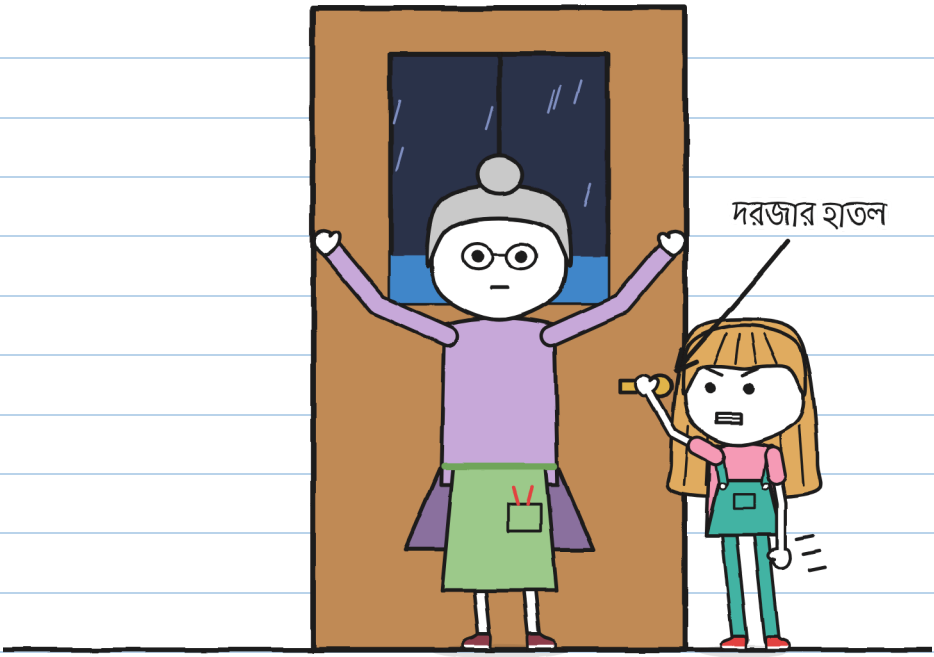

হুলিতা তর্ক করল না। কিন্তু হাতলও ছাড়ল না।
কিছুক্ষণ পর বেড়াল-দরজাটা করল খটাস। গুড়গুড়, ভিজে চুপচুপে।
আট নম্বরটা ছাড়া।

"বিদ্যুৎ-চমক... এক হাতি, দুই হাতি।"
গুরুরুম।
"দুই," হুলিতা গুনল। "এখনও খুব কাছে।"

"তাহলে এবার পুঁততে হবে," ফ্লোরা বললেন। "ঝড় চলে যাওয়ার আগে। আর অন্ধকারে।"
"বাজ পড়ার মধ্যে?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।
ফ্লোরা কাচ বেয়ে ওঠা ফোঁটাগুলো দেখে নিলেন।
"মন্ত্রটা এখনও আছে। বাজ বাইরে থাকে। আমরা ভেতরে।"



তারপর টুকরোর দিকে তাকিয়ে আবার বললেন: "অন্ধকারে।"

টুকরো আমার দিকে তাকাল। আর ওর হিক উঠল।

অধ্যায় ৪

হিক

ফ্লোরা আমাদের শেখালেন কীভাবে লণ্ঠন-গাছ পুঁততে হয়, র. যেমন ওঁকে শিখিয়েছিলেন। আমি অফিশিয়াল খাতার হাতের লেখায় লিখে রাখলাম:

কীভাবে লণ্ঠন-গাছ পুঁততে হয়

১. 

ঝড়ের জলে ভেজা মাটি।
(কলের জলের মাটি চলে না।)

২. 

মাটির ওপর বয়ামটা খোলা।
(আগে খুললে ওরা পালিয়ে যায়।)

৩. 

সব অন্ধকারে: ওরা নিজেরাই মাটিতে ঢুকে পড়ে।
(নিজে মাটিতে পুঁতলে ওরা গজায় না।)

৪. 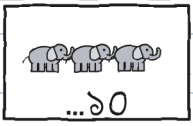

ঝড় চলে যাওয়ার আগে:
দশ হাতির বেশি হলে,
পরের ঝড় পর্যন্ত আর পোঁতে না।

ওদের জাগাতে শূন্য হাতি। পুঁততে দশ পর্যন্ত। এগারো হলে ঘুমিয়ে পড়ে। -হু.

ফ্লোরা ছাদের ঘূর্ণি হাতলটা ঘোরালেন। জানালা খুলল না: আঁকা ফোঁটাগুলোই ওঠা থামিয়ে কাচ বেয়ে নামতে শুরু করল।
বৃষ্টি কাচ ভেদ করে এল, যেন কাচটাই নেই, আর পড়ল কেয়ারিতে, মাটিতে ভরা একটা লম্বা টেবিলে।
"সব কেয়ারিতে। মেঝেতে এক ফোঁটাও নয়," ফ্লোরা বৃষ্টিকে আদেশ দিলেন।



এই কাচ শুধু গল্পেই আছে। সত্যিকারের ঝড়ে গ্রিনহাউসে নয় (৭৬ নম্বর পাতা)। -হু.

"ঝড়ের জলে ভেজা মাটি," তিনি বললেন। "এবার সব অন্ধকারে।"

কিন্তু টুকরো ততক্ষণে ভেতরে: দরজা খোলার সময় ফ্লোরার পায়ের ফাঁক দিয়ে কেউ না দেখে ঢুকে পড়েছিল। ও ছিল কেয়ারির নিচে, টবগুলোর মধ্যে।

ফ্লোরা আলতো করে ওকে টেনে বের করতে চাইলেন। টুকরো চার পায়ে টবগুলো আঁকড়ে ধরল। ভেরা আমাদের বলেই রেখেছিলেন।



আর রান্নাঘরে আমার প্রতিটা হিকের সঙ্গে সঙ্গে গ্রিনহাউসে টুকরো জ্বলে উঠছিল।

বোঝার জন্য আমি এঁকে ফেললাম:

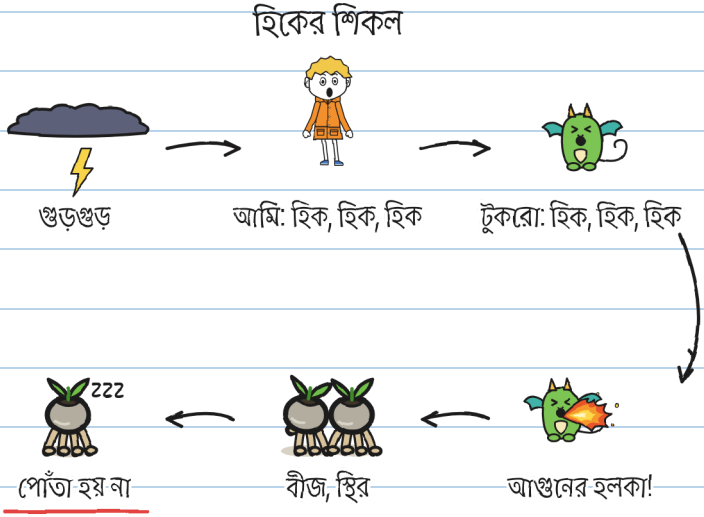

রান্নাঘরে হিক আমাদের সাহায্য করত: একটা আগুনের হলকা, একটা স্থির বীজ, একটা ধরা-পড়া বীজ। গ্রিনহাউসে সেটাই আমাদের ডোবাল: তিন সেকেন্ডে একটা করে আগুনের হলকা, তাই ওদের মাটিতে ঢুকে যেতে যতক্ষণ অন্ধকার লাগে, সেটা কখনও পাওয়াই যেত না।

শিকলটা ভাঙতে হবে। সবচেয়ে সহজ কড়াটা হলে তুমি। ভালোবেসেই বলছি। -হু.

আমরা হেঁচকির সব টোটকা চেষ্টা করলাম:



দম আটকে রাখা



উল্টো করে জল খাওয়া



চমকে দেওয়া

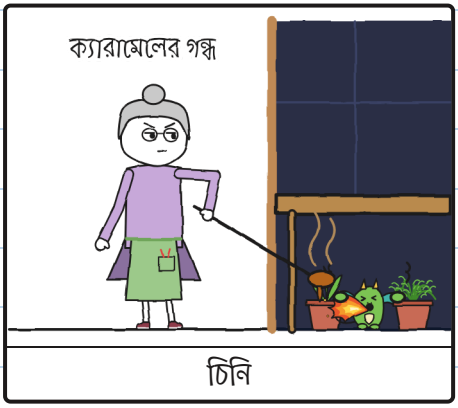

চিনি

টুকরো ওগুলোর সবকটাই নকল করল, একটা একটা করে, টবগুলো না ছেড়েই।

টোটকা: শূন্য। হিক: অনেক। -হু.

“চার হাতি। পাঁচ।”
মেঘ ডাকল। হুলিতা বলল, ওই বাজটা আরও দূরে পড়েছে।

সাতটা বীজ বয়ামের ভেতর পাক খাচ্ছিল, বেরোনোর পথ খুঁজে।
আমার হিক চলতেই থাকল।

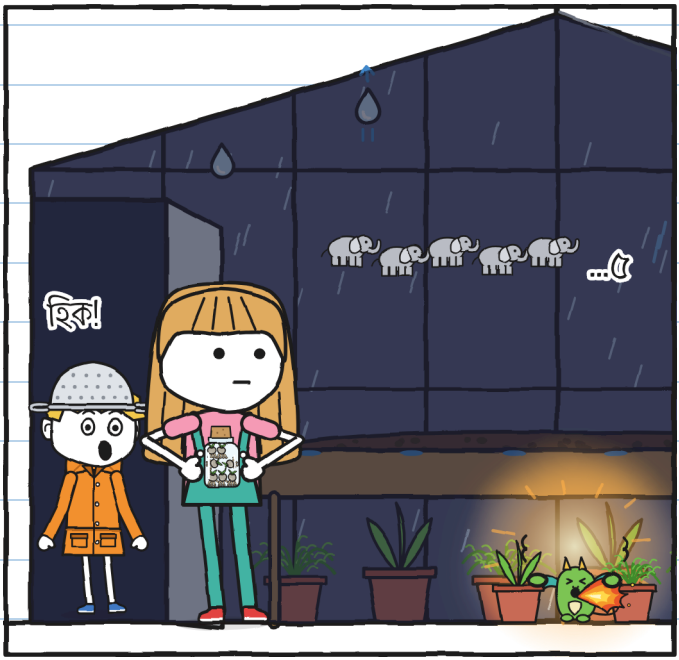

“আর যদি আমরা এগারো পর্যন্ত চলে যাই?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।
হুলিতা কাচে সেঁটে থাকা ছোট্ট পা-গুলোর দিকে তাকাল।
“আবার পাথর।”
তারপর আমার দিকে তাকাল।

"টুকরো তোমার ভয়টা নকল করছে," হুলিতা বলল।
"ও অন্য কিছু নকল করতে পারে," আমি বললাম।
আমার হিক উঠল, আর কেয়ারির নিচে একটা আগুনের হলকা জ্বলে উঠল। টুকরো মত বদলাতে রাজি বলে মনে হলো না।
"ওকে রান্নাঘরে বের করে আনলে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।
"ও আঁকড়ে ধরে থাকে। তুমি তো দেখেছ।"
হুলিতা গলা নামিয়ে বলল:
"আগে ওর কাছে থাকো।"

ভয়ের কোনো ওষুধ আমার কাছে ছিল না। ছিল শুধু ভয়টা যাতে কেউ না বোঝে তার একটা প্ল্যান, আর সেটা কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছিল:

আমার প্ল্যান, যাতে কেউ না বোঝে
মেঘ ডাকলে আমার ভয় লাগে:

১. বলা যে ঝড় আমার ভালো লাগে।

~~২. হিক না করা।~~ হিক হিক হিক হিক হিক

৩. ???

আর ৩ নম্বর? -হু.

আমি চেষ্টা করলাম। সত্যিই।



একটা পা ভেতরে।



একটা মেঘের ডাক।



আর আবার রান্নাঘরে।

গ্রিনহাউসেই পুরো পাড়ার সবচেয়ে জোরে মেঘ ডাকার শব্দ শোনা যায়।

দরজা থেকে আমি ওপরে তাকালাম, কাচের ছাদ দিয়ে। আর এক বিদ্যুৎ-চমক আর আরেকটার মাঝখানে ওদের দেখলাম, ছাদের অনেক ওপরে: ভেরার ড্রাগনরা, ঝড়ের মধ্যে উড়ছে। ওরা তখনই উড়তে বেরোয়, যখন কেউ ওপরে তাকিয়ে থাকে না। সে কারণেই ভেরা আমাদের সঙ্গে আসেননি: ঝড়ের সময় তিনি ওদের নজরে রাখতে বাড়িতে থাকেন।



ওদের হিক উঠছিল না।

“চলো, শিকারি,” তোনিও বলল।

আমি অপেক্ষা করলাম ও হাসবে। হাসল না।

আমি ছাঁকনিটা খুলে ফ্লোরাকে দিলাম, উনি ওটা দুই হাতলে ধরলেন, যেন সত্যিকারের হেলমেট।



আর আমি ঢুকলাম।

ছাঁকনি বাজ থামাতে পারে না। ভয় থামাতে কখনও কখনও পারে। -হু.

ভেতরে বৃষ্টির শব্দ যেন হাজারটা আঙুল একসঙ্গে ঢাক বাজাচ্ছে। আমি হামাগুড়ি দিয়ে কেয়ারির নিচে ঢুকলাম। টুকরো ওখানেই ছিল, একটা গোলা পাকিয়ে, আমার মতোই কাঁপছে।



গুরুরুম! আমার হিক উঠল। টুকরোর হিক উঠল। আগুনের হলকা আমাদের দুজনকেই আলোয় ভরে দিল।

আমরা ছিলাম কেয়ারির নিচে দুজন ঝড়-শিকারি।

তখন দরজা থেকে হুলিতা নিচু গলায় বলল, হাসি ছাড়া:



"আমাকে গুনে নাও।"

অধ্যায় ৫

আমাকে গুনে নাও

আর আমরা গুনলাম। ও দরজা থেকে, আমি কেয়ারির নিচ থেকে, আর টুকরো আমার রেনকোটের গায়ে কাঁপতে কাঁপতে।

বিদ্যুৎ-চমক।
"এক হাতি। দুই হাতি। তিন। চার। পাঁচ। ছয়।"
গুরুরুম।
"ছয়: প্রায় দুই কিলোমিটার," হুলিতা বলল। "ওই বাজ আরও দূরে পড়েছে। আমরা এখনও নিরাপদ আশ্রয়ে।"



আমি ছয় হাতি গুনে ফেলেছিলাম, তবু ভয় আমার সঙ্গেই ছিল।

দুবার বলেছিলাম যে ঝড় আমার ভালো লাগে, কাজ হয়নি। টুকরো আমার কথা নকল করছিল না: নকল করছিল আমার যা হচ্ছিল তা। ও আমার দিকে তাকাল। এবার আর আমি বাহানা খুঁজলাম না।



"মেঘ ডাকলে আমার ভয় লাগে।"

"সে আমি জানি," হুলিতা বলল। "আজ সকালে তুমি ৬ নম্বর পাতায় এঁকেছিলে। আমি অপেক্ষায় ছিলাম, তুমি কবে বলবে।"

"আমার ভয় বেড়ালে," তোনিও বলল, যার কোলে গুড়গুড় ঘুমিয়ে ছিল আর যে নড়তে সাহস পাচ্ছিল না।

"আর আমার ভয় এমন কিছুর অপেক্ষায়, যেটা আসে না," ফ্লোরা বললেন। "সেজন্যই অন্যবার বয়াম আসামাত্র খুলে ফেলতাম।"

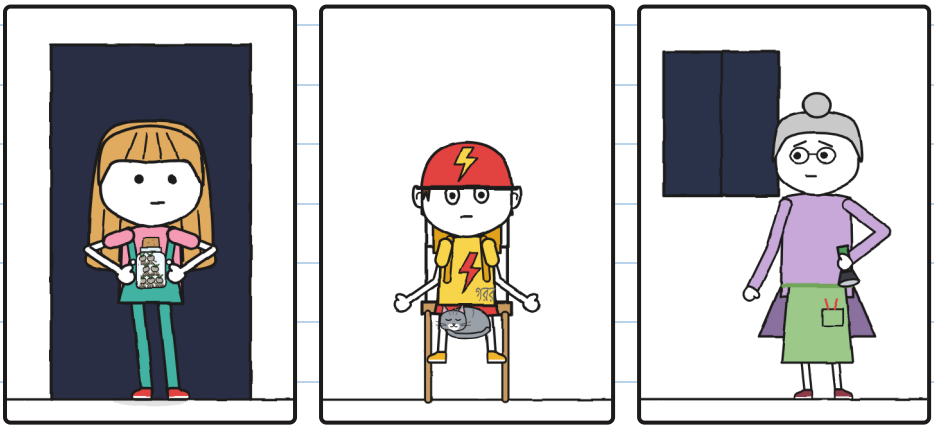

আর আমার ভয় সাঁকোয়। সেটা তোমরা জানতেই। -হু.

কেউ হাসল না। বৃষ্টি একইরকম পড়ছিল, কিন্তু কেয়ারির নিচে আমি আর একা ছিলাম না।

আমি ধীরে শ্বাস নিলাম। টুকরোও ধীরে শ্বাস নিল।



বিদ্যুৎ-চমক। আমরা একসঙ্গে নয় পর্যন্ত গুনলাম। গুরুরুম।

আর আমার হিক উঠল না। ওই মেঘের ডাকেও না, পরেরটাতেও না।

"এবার!" ফ্লোরা ফিসফিস করে বললেন।

হুলিতা পা টিপে টিপে অন্ধকারে ঢুকল, ভেজা মাটির ওপর বয়ামটা রাখল আর মুখ খুলে দিল। তারপর শব্দ না করে দরজায় ফিরে গেল।



টুক, টুক, টুক। অন্ধকারে বয়াম থেকে কিছু বেরোচ্ছিল।

বিদ্যুৎ-চমক, অনেক দূরে। আমরা গলায় আওয়াজ না করে, শুধু ঠোঁট নেড়ে, দশ হাতি পর্যন্ত গুনলাম। গুরুরুম।

দশ: গোনার শেষ সংখ্যা।

পরের বিদ্যুৎ-চমকে আমরা দেখতে পেলাম:



বয়ামটা খালি। মাটিতে সাতটা ছোট্ট গর্ত, আর শেষটায় তখনও একটা ছোট্ট পা উঁকি দিচ্ছিল।

তারপর খানিকক্ষণ কিছুই না। শুধু আমরা, অন্ধকারে, মাটির একটা কেয়ারির দিকে তাকিয়ে।

আর তখন প্রথমটা জ্বলে উঠল।

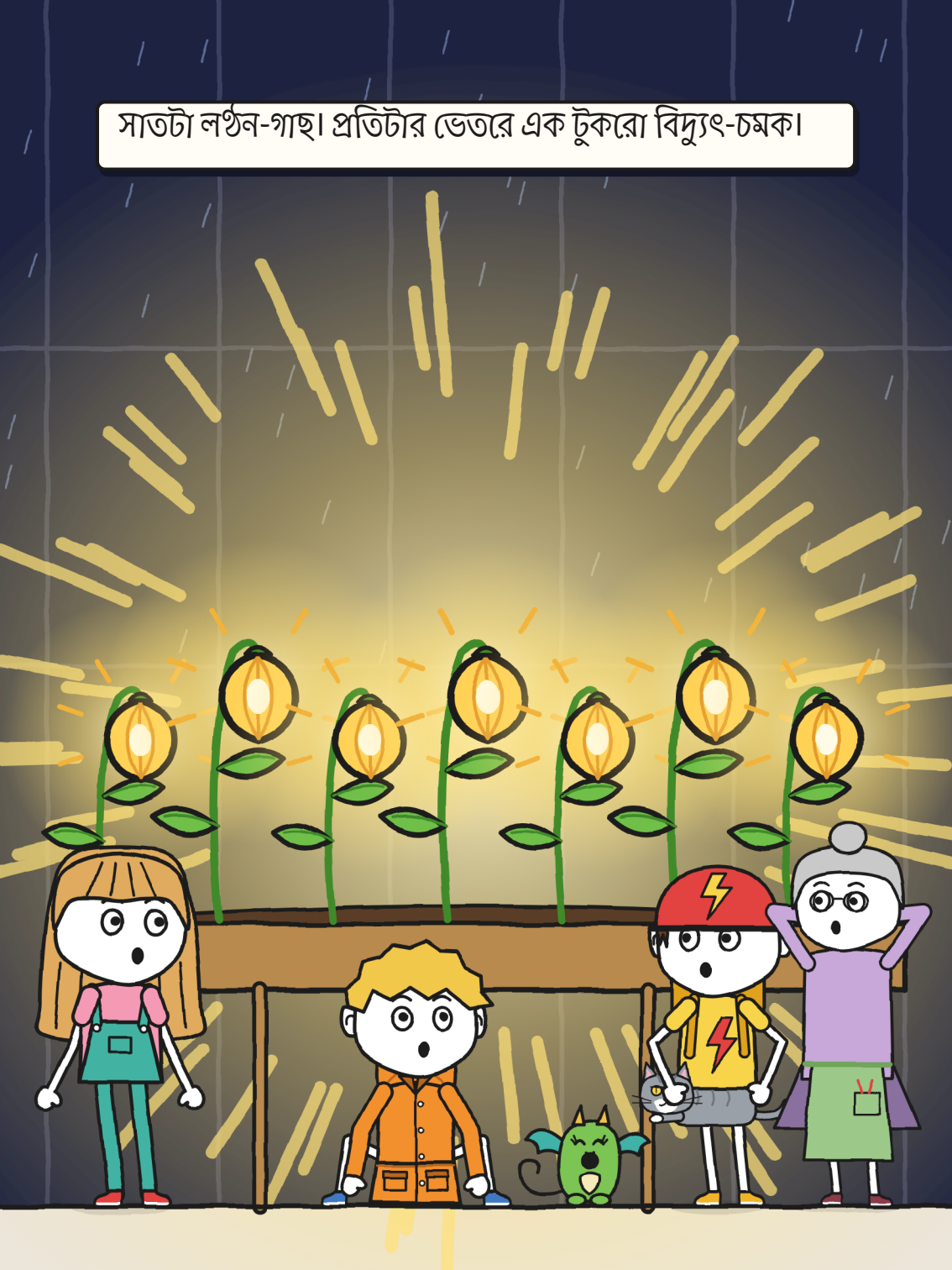
সাতটা লণ্ঠন-গাছ। প্রতিটার ভেতরে এক টুকরো বিদ্যুৎ-চমক।

টুকরোর হিক উঠল না। ও হাঁ করে লণ্ঠন-গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল, আমার মতোই, আর আমি বুঝলাম, ও আর আমার ভয়টা নকল করছে না। ও এটা নকল করছে।

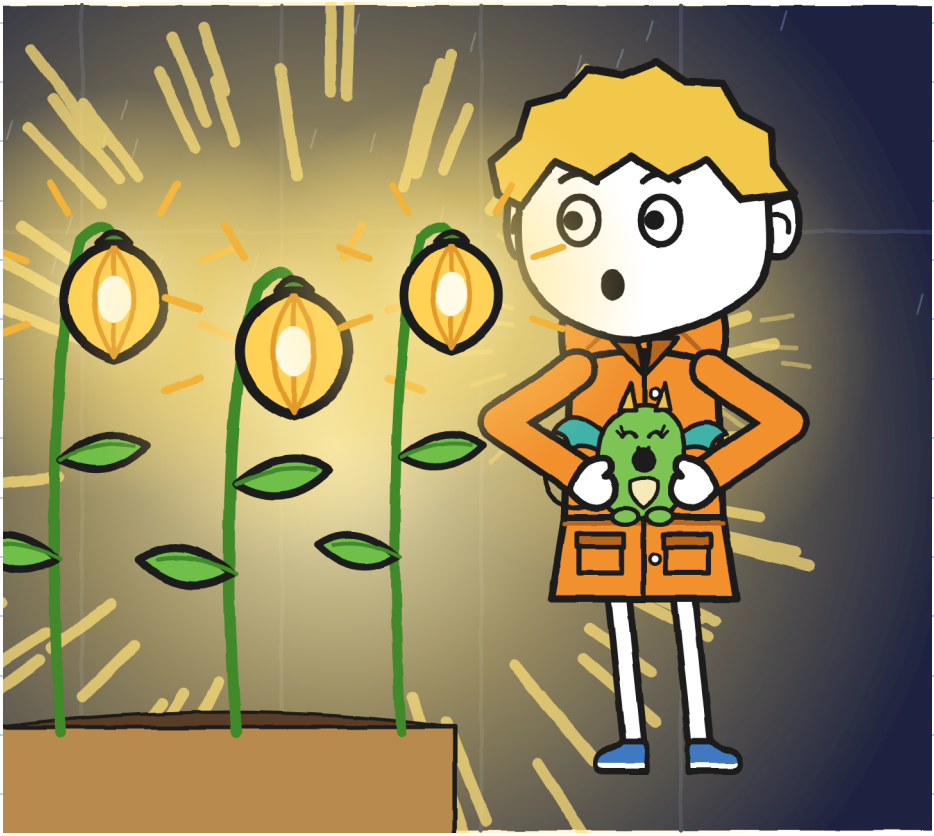

ফ্লোরা অনেকক্ষণ কিছু বললেন না। তারপর আস্তে করে একটা লণ্ঠন-গাছ আঙুলের ডগা দিয়ে ছুঁলেন, যেমন কেউ ছোঁয় এমন কিছু, যার জন্য সে অনেকদিন অপেক্ষা করেছে।
"পথটা ঠিক এমনই দেখাত," তিনি বললেন।

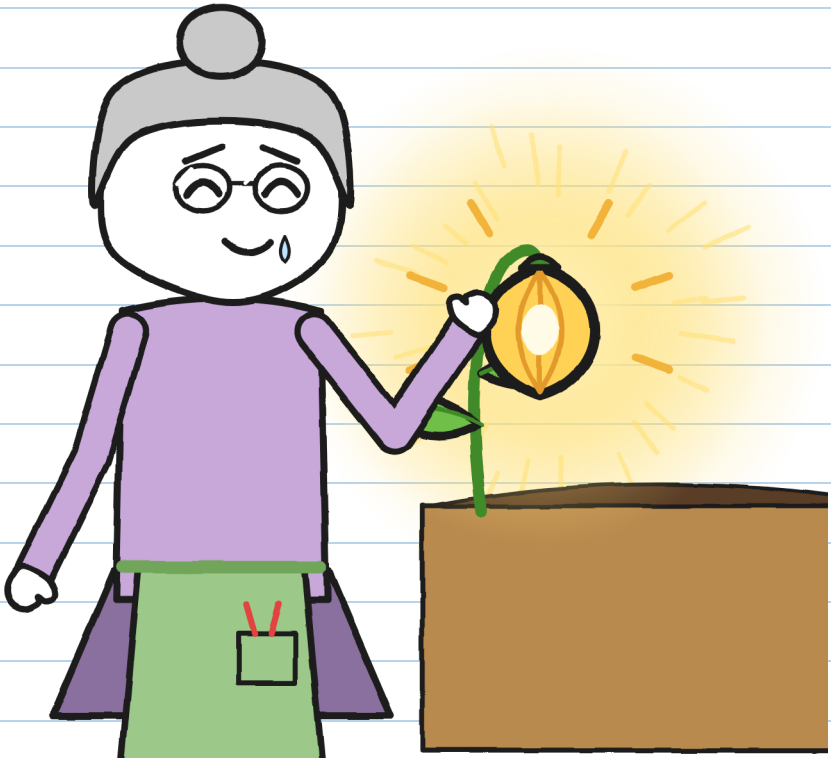

আমিও একটা ছুঁলাম। টুকরোও। ওটা কুসুম কুসুম গরম ছিল, রোদে রাখা পাথরের মতো।

ফ্লোরা ঘূর্ণি হাতল ঘুরিয়ে বৃষ্টি থামালেন আর সই করার জন্য একটা কলম বের করলেন।
অবশেষে।
হুলিতা দু'আঙুলে কলমটা থামিয়ে দিল।
"এখনও না।"
ও সাতটা লণ্ঠন-গাছের দিকে তাকিয়ে রইল।

"আট নম্বরটা বাকি। আমি অসময়ে বয়াম খুলেছিলাম। ওটাকে খুঁজে বের করতেই হবে।"
তারপর ও রান্নাঘরে গিয়ে বাক্স থেকে লেবেলটা খুলে নিয়ে ডাঙ্গারির পকেটে রেখে দিল।

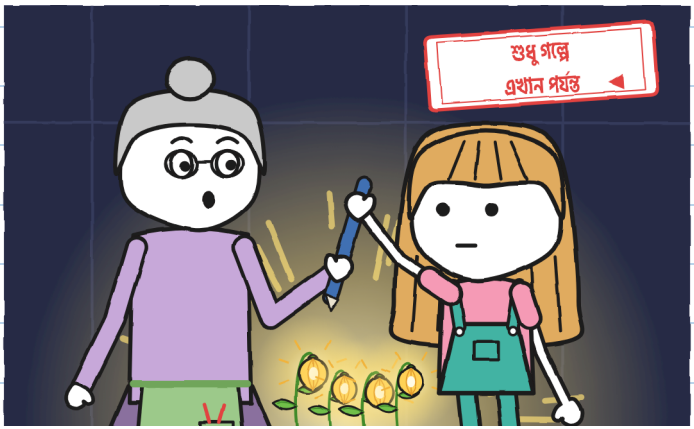

পৌঁছে দিলে পুরোটাই পৌঁছে দিতে হয়। -হু.

আমরা সবাই রান্নাঘরে ফিরে গেলাম।
"উঠোন এখনও বন্ধ," ফ্লোরা বললেন। "এখনই বেরোচ্ছি না।"
আমরা অপেক্ষা করলাম, যতক্ষণ না হুলিতার গোনার মতো বিদ্যুৎ-চমক ফুরোল, তারপর শেষ মেঘের ডাকের পর আরও আধঘণ্টা। বৃষ্টি আর পড়ছিল না। ঝড় চলে গিয়েছিল।



আর আট নম্বর বীজটা বাইরে কোথাও, অন্ধকারে। সময়মতো মাটি না পেলে সেটা আবার ঘুমিয়ে পড়বে: আরও একটা পাথর। আর ফ্লোরার সই ছাড়া ভোর হলে ২ নম্বর উড়ে নিজের তাকে ফিরে যাবে।

"চলো, ওটাকে খুঁজে বের করি," হুলিতা বলল।

ফ্লোরা রাতের দিকে তাকালেন। তারপর উঠোনের পাঁচিলে তিনবার টোকা দিলেন, ওটাই ড্রাগনদের বাড়ির দেয়াল, ভেরা যেমন বলেছিলেন।



"এবার," তিনি বললেন, "তোমরা একা যাচ্ছ না।"

অধ্যায় ৬

আট নম্বর বীজ

আমরা বেরোলাম ফ্লোরা আর ভেরার সঙ্গে, একটা লণ্ঠন আর একটা সাইকেল নিয়ে। হুলিতার কাছে খালি বয়াম আর ডাঙ্গারির পকেটে লেবেল; আমার রেনকোটের ভেতরে টুকরো। ওর মাথাটা বেরিয়ে ছিল আমার থুতনির ঠিক জায়গাটায়।

আমরা উঠোনে খুঁজলাম, ছোট্ট পথে, খালের কিনারায়।



কিছু না। আট নম্বরটা ঘুমিয়ে পড়লে ওই ভেজা পাথরগুলোর যেকোনোটাই হতে পারত।

লণ্ঠনের আলো ভেজা পাথরে ঝিলিক তুলছিল। এত ঝিলিক যে তার মধ্যে কিছু দেখাই কঠিন।
তখন বুঝলাম: নতুন গজানো লণ্ঠন-গাছের আলো ক্ষীণ হবে। আমরা ছোট্ট একটা আলো খুঁজছিলাম, অথচ আমাদের তিনটে আলো জ্বলছিল: ওরা সেটাকে গিলে ফেলছিল।
"দাঁড়াও। সব নিভিয়ে দাও।"

তোনিও সাইকেল থামাল, ভেরা লণ্ঠনের শিখা কমিয়ে দিলেন আর ফ্লোরা টর্চ নিভিয়ে দিলেন।
আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। অন্ধকারে, খালপাড়ের শেষ প্রান্তে, একটা ছোট্ট আলো দেখা দিল।

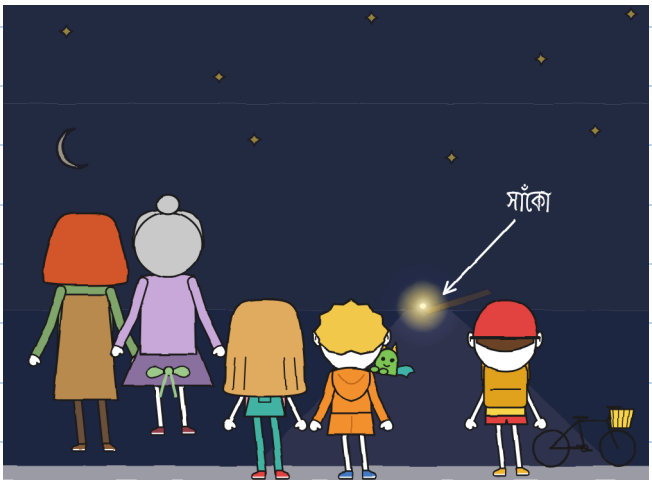

সাঁকোর গোড়ায়।

আমার মনে হয় বৃষ্টি আট নম্বরটাকে ছোট্ট পথ বেয়ে খালপাড় পর্যন্ত ভাসিয়ে এনেছিল, আর ও দুটো পাথরের মাঝের একটা ফাটলে আটকে গিয়েছিল, আঙুল-খানেক ভেজা মাটিতে, ঠিক যেখানে সাঁকো শুরু হয়। ওখানে ও নিজে নিজেই গজিয়ে উঠেছিল। দূর থেকে একটা ছোট্ট আলো। কাছ থেকে, সবকিছু আলো করা।

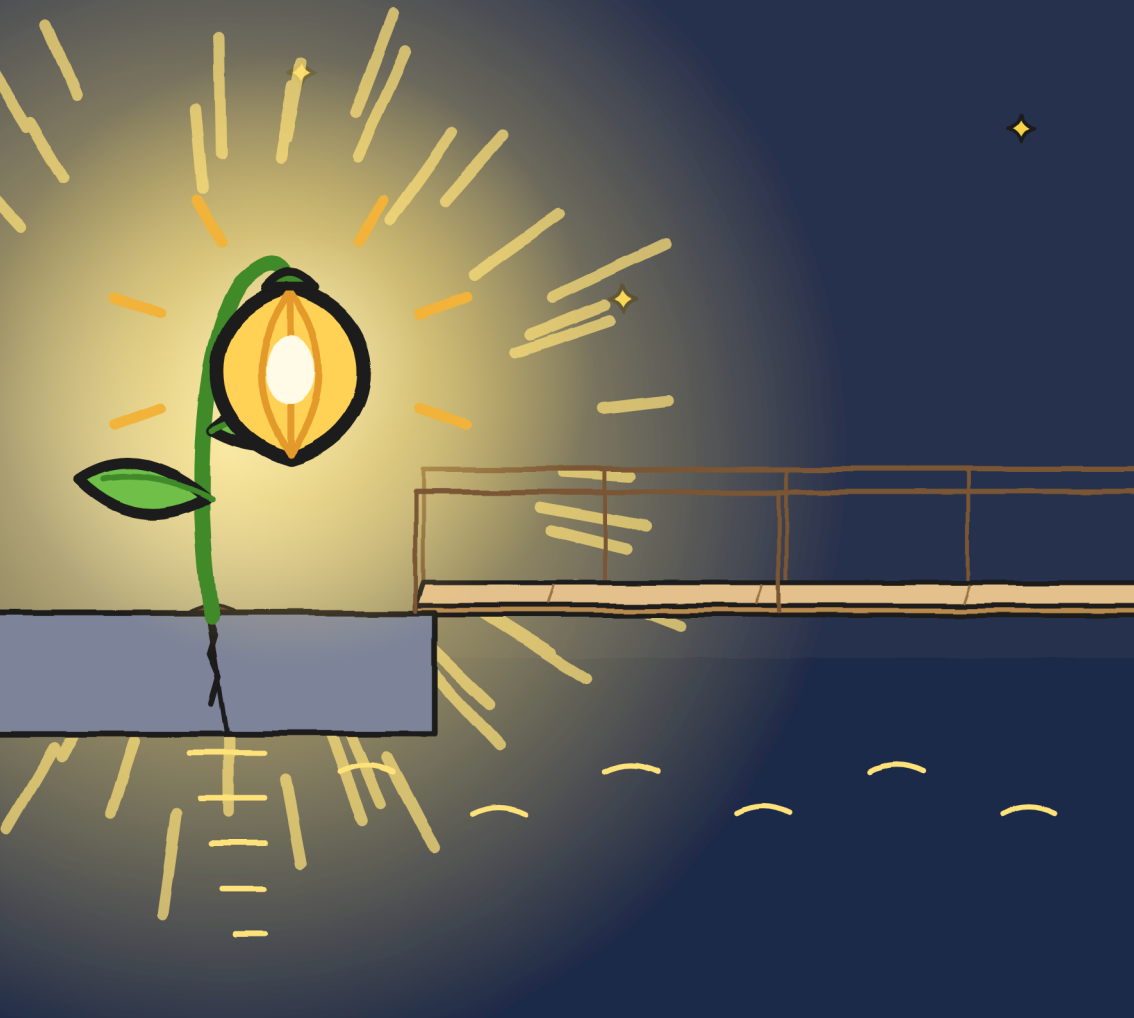

হুলিতা অনেকক্ষণ সাঁকোর দিকে তাকিয়ে রইল। আলোয় ওটাকে অন্যরকম লাগছিল: ছোট, চওড়া, জলের চেয়ে কাঠেরই বেশি।

ও সাঁকোর ওপর একটা পা রাখল। শুধু একটা। তারপর সরিয়ে নিল।



দূর থেকে আর ভয় লাগে না। কাছ থেকেও প্রায় না। -হু.

“এটা এখানেই থাকবে,” ফ্লোরা বললেন। “ও নিজের জায়গা বেছে নিয়েছে।”

তুলিতা ওঁকে লেবেলটা আর নিজের সবুজ মার্কারটা দিল, কারণ কোন কালি মোছে না সেটা আমরা এতক্ষণে জেনে গিয়েছিলাম। ফ্লোরা সেখানেই, আট নম্বরের আলোয়, সই করলেন আর মার্কারটা ফিরিয়ে দিলেন।

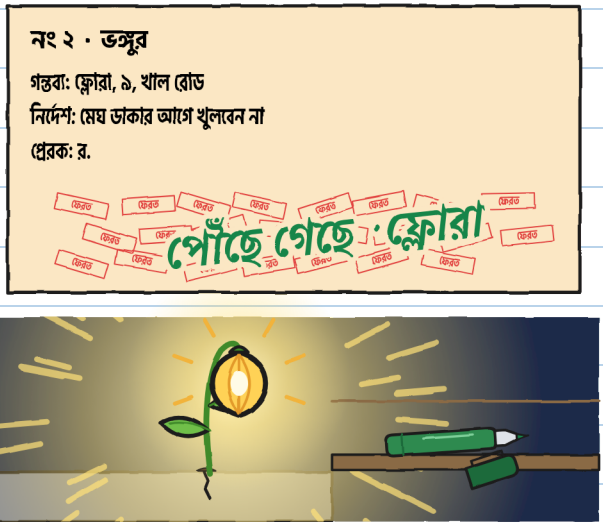

ওঁর দরজায় বিদায় নেওয়ার সময় ফ্লোরা আমাকে ওঁর ছাঁকনিটা দিলেন:
“এটা তোমার থাক। পরের ঝড়ের জন্য। আর মারাকে বোলো, এতদিনে হলো!”

ভেরা টুকরোকে ওর বাসায় রেখে আমাদের নিজের ভ্যানে করে দোকানে পৌঁছে দিলেন, তোনিওর সাইকেল পেছনে, হাইওয়ের সেতু দিয়ে: রাতে নৌকা যাওয়ার জন্য বড় সেতু তুলে দেওয়া হয়। দোকানের দরজায় আমাদের নামিয়ে দিয়ে তিনি ড্রাগনদের কাছে ফিরে গেলেন।

দোকান অন্ধকার ছিল। কাউন্টারে মারা ছিলেন না।

উনি ছিলেন নিচে।



"ঝড়টা কি চলে গেছে?" মারা জিজ্ঞেস করলেন।
"অনেকক্ষণ আগে," হুলিতা বলল।

কম্বল, কানঢাকা আর হেলমেটের বদলে একটা সসপ্যান। তেইশটা ডেলিভারি, একটাও ঝড়ের মধ্যে নয়।

এবার বুঝলাম "এখানে আমার কাজ"-গুলো কী।
আমি ফ্লোরার খবরটা মারাকে দিলাম। মারা সসপ্যানটা ভুরু পর্যন্ত নামিয়ে দিলেন।

"আমারও মেঘ ডাকলে ভয় লাগে," আমি ওঁকে বললাম।
মারা কিছু না বলে কম্বলটা তুললেন।



আমি ওঁর সঙ্গে কাউন্টারের নিচে ঢুকে গেলাম। আমার জন্য জায়গা ছিল।

মারা তোনিওর জন্য একটা ডেলিভারি-বাক্স উপুড় করে টুলগুলোর পাশে রাখলেন।
"এটা তোমার জায়গা। আপাতত," উনি বললেন।

তোনিও বসে পড়ল আর হুলিতার মার্কার দিয়ে নিজের ব্যাগের ছোট অক্ষরের লেখায় দুটো শব্দ জুড়ে দিল: "আর বেড়াল"।

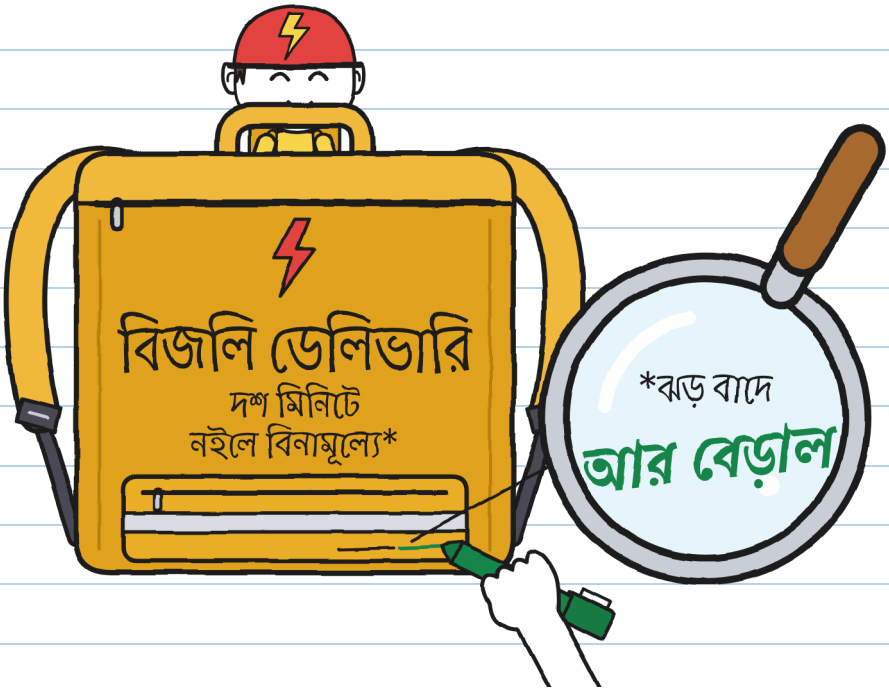

এখন ছোট অক্ষরের লেখাটা সত্যি বলছে। -হু.

আমি আমার প্ল্যান ঠিক করে নিয়েছি। মেঘ ডাকার জন্য:

১. হাতি গোনা।

২. কারও সঙ্গে।

৩. হিক উঠলে কিছু যায় আসে না।

বাকি



আর নিজেকে কিছুর শিকারি বোলো না। -হু.

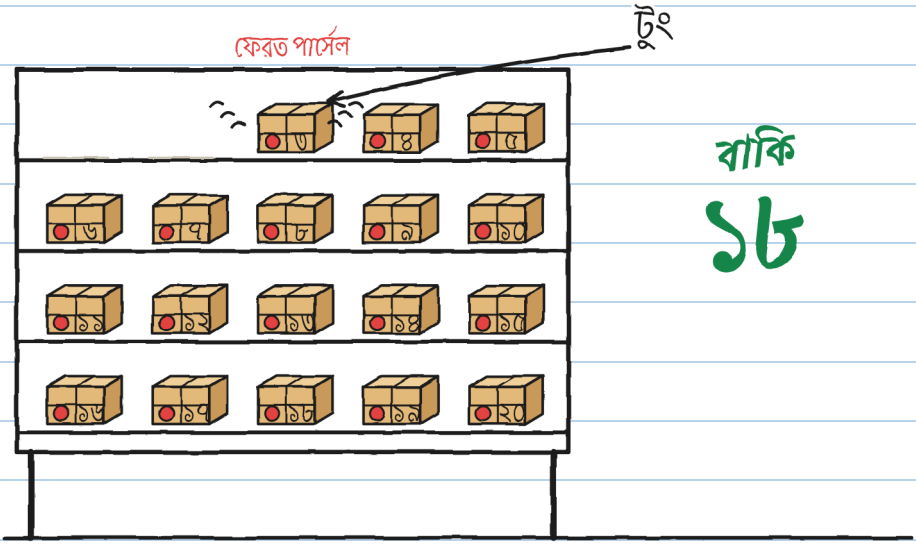

সে রাতে, বাড়ি যাওয়ার আগে, একটা ফেরত পার্সেল বেজে উঠল: টুং। ছোট ঘণ্টির মতো। ৩ নম্বরটা।

লেবেলে লেখা ছিল:

নং ৩
তোনুর জন্য

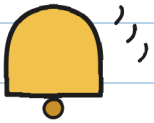

তোনিও ওর হেলমেটের রঙের মতো লাল হয়ে গেল।



অসম্ভব ডেলিভারি · ৩

(খুব শিগগিরই)

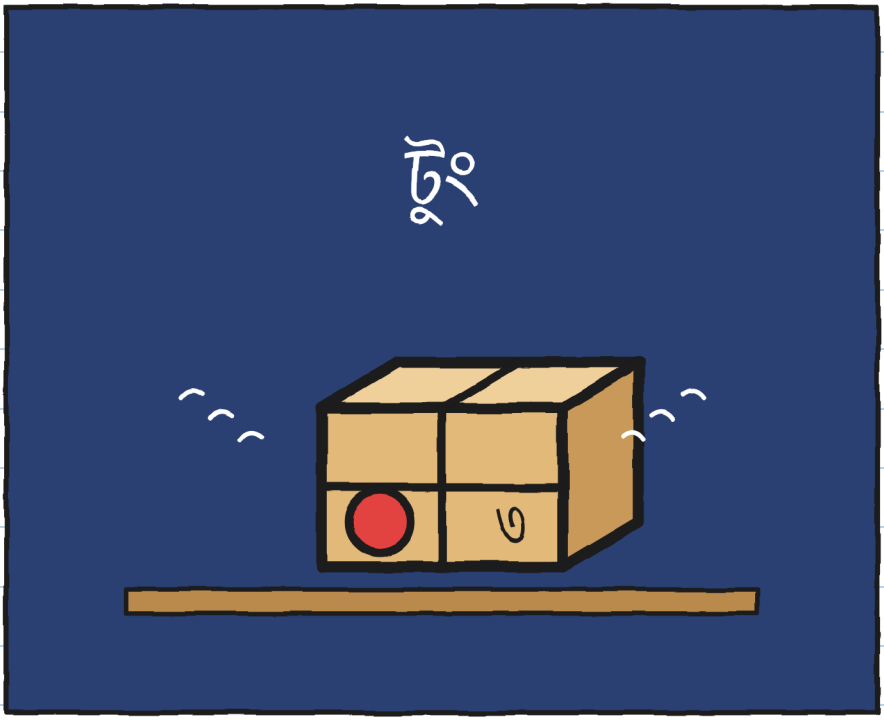

তোনিওকে কে পার্সেল পাঠায়? -হু.

পাড়া (সংস্করণ ২)

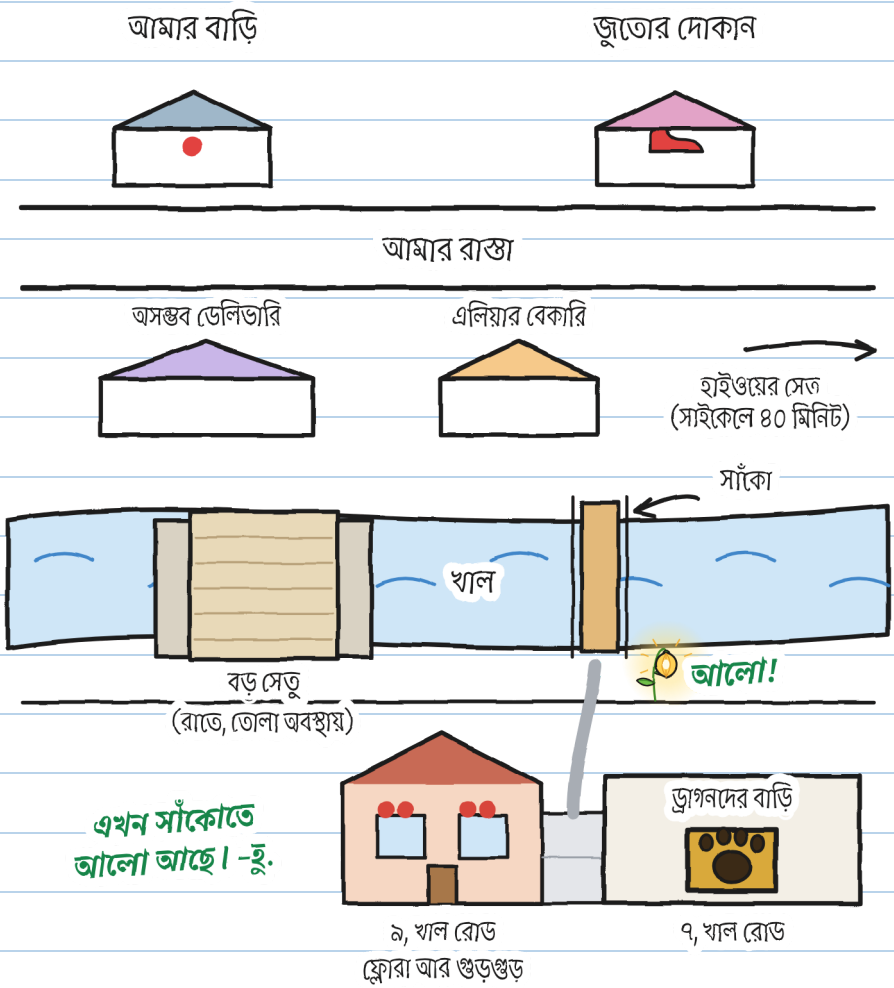
আমার বাড়ি
জুতোর দোকান
আমার রাস্তা
অসম্ভব ডেলিভারি
এলিয়ার বেকারি
হাইওয়ের সেতু
(সাইকেলে ৪০ মিনিট)
সাঁকো
খাল
আলো!
বড় সেতু
(রাতে, তোলা অবস্থায়)
এখন সাঁকোতে
আলো আছে। -হু.
ড্রাগনদের বাড়ি
৯, খাল রোড
ফ্লোরা আর গুড়গুড়
৭, খাল রোড

র.-এর একটা ফাইল আমার কাছে আছে। প্রথম দুটো সূত্র ১ নম্বর খাতা থেকে। নতুনগুলো লিখে রাখলাম:

র. সম্পর্কে যা জানি



র.

১. হাতের লেখা ভীষণ খারাপ (মারা)।

২. র.-এর আদ্যক্ষর পড়ে ভেরার মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল।

৩. অনেক আগে ফ্লোরার সঙ্গে লণ্ঠন-গাছ লাগাতেন।

৪. দেরিতে হলেও কথা রাখেন।

৫. ফ্লোরার জাদু-কাচগুলো ওঁরই বানানো।

৬. কেউ ওঁর নাম বলে না। সেটাও একটা সূত্র। -হু.

আর তুমি? তোমার কী মনে হয়, র. কে?

আমার মনে হয় র. হলেন...

একটা গল্প, ছয় সাইজ

সাইজ ছয়টা, ৩ থেকে ১৬ বছরের জন্য, আর ভাষা ২০টিরও বেশি। XXS, XS, S, M আর L-এর পাতা আর ছবি একই। XL একটা উপন্যাস। শুধু বলার ধরনটা বদলায়।

সাইজ XXS · PRE-A1
হুলিতা সাত নম্বর বীজটা ধরছে।

সাইজ XS · A1
মেঝেতে একটা বীজ পড়ে ছিল। হুলিতা ওটা ধরে ফেলল। সাত।

সাইজ S · A2
আরেকবার বিদ্যুৎ-চমক: মেঝেতে মাত্র একটা বীজ। হুলিতা ওটা ধরে ফেলল। সাত।

সাইজ M · B1
পরের বিদ্যুৎ-চমকে দেখা গেল, মাত্র একটা বীজ পড়ে আছে, আর হুলিতা ওটা ধরে ফেলল। সাত।

সাইজ L · B2
আবার বিদ্যুৎ চমকাতেই দেখা গেল, মেঝেতে মাত্র একটা বীজ পড়ে আছে, আর হুলিতা ওটা ধরে ফেলল। সাত।

সাইজ XL · B2–C1
সচিত্র উপন্যাস · ১৩+
CEFR অনুসারে স্তরগুলো আনুমানিক।

যে যার সাইজে। একই ঝড়। –হু.

পরিবার ও শিক্ষকদের জন্য

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো

সত্যিকারের ঝড়: কী করতে হবে

১. মেঘের ডাক শুনলে, দূরের হলেও, বাড়ির ভেতরে চলে এসো: বাজ ইতিমধ্যেই তোমার কাছে পৌঁছতে পারে।

২. ভেতরে, একজন বড়র সঙ্গে, জানালা, দরজা আর কাচ থেকে দূরে। গ্রিনহাউস, সেতু, গাছ আর জলের ধারেকাছেও নয়।

৩. শেষ মেঘের ডাকের পর আধঘণ্টা না কাটলে বাইরে যেয়ো না।

৪. হাতি গুনলে জানা যায় বাজ কাছে পড়েছে না দূরে, আর মনও শান্ত হয়। কখন বাইরে যেতে হবে, সেটা জানা যায় না।

তোমার ঝড় গোনো

বাড়ির ভেতর থেকে: বিদ্যুৎ-চমক আর মেঘের ডাকের মাঝে হাতি গোনো।

বিদ্যুৎ-চমক	হাতি	কিলোমিটার (প্রতি ৩-এ ১টা, মোটামুটি)	ওই বাজ কি কাছে, না দূরে?
১	১৫	৫	—
২	৯	৩	আরও কাছে